মাতা-পিতা
ও
সন্তানের হক

অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান

মাতা-পিতা ও সন্তানের হক

অধ্যাপক মতিউর রহমান

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

www.pathagar.com

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ৩৮০

২য় প্রকাশ
শাবান ১৪৩২
আষাঢ় ১৪১৮
জুলাই ২০১১

বিনিময় ঃ ৩০.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

MATA-PETA O SONTANER HAQUE by Prof. Mohammad Matiur Rahman. Published by Adhunik Prokashani, 25, Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25, Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 30.00 Only

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ কথা

মানব জাতির ক্ষুদ্রতম ইউনিট হলো পরিবার। ক্ষুদ্রতম পরিবার হলো স্বামী-স্ত্রী। বৃহত্তর পরিবারের পরিধি নির্ধারণ করা কঠিন। স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, নাতি-নাতনী, পিতা-মাতা, দাদা-দাদী, ভাই-বোন ইত্যাদি নিয়ে বৃহত্তর পরিবার। তবে একটি পরিবারে পিতা-মাতা ও সন্তান এদের পারস্পরিক সম্পর্ক যেমন ঘনিষ্ঠ ও অবিচ্ছেদ্য তেমনি তা নানাদিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

পিতা-মাতা অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মাধ্যমেই সন্তানাদির জন্ম হয়ে থাকে। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক যেমন ঘনিষ্ঠ ও মধুরতম, সন্তানের সাথে পিতা-মাতার সম্পর্কও তেমনি ঘনিষ্ঠ ও পরস্পর অচ্ছেদ্য। এর ফলে পরস্পরের প্রতি সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব-কর্তব্যও রয়েছে। এ দায়িত্ব-কর্তব্য ঠিকমত পালন করলেই জীবন হয় সুখী-সুন্দর। সমাজেও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু বর্তমান সময়ে আমরা এ ক্ষেত্রে যে অবহেলা বা অসচেতনতা লক্ষ করি তারই ফলে পরিবারে ও সমাজে নানা অশান্তি ও বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়ে থাকে।

বর্তমানে বইটিতে আল কুরআন ও আল হাদীসের আলোকে সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার ও পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের যে হক তা অতি সংক্ষেপে ও সহজভাবে আলোচিত হয়েছে। ইসলাম মহান স্রষ্টা প্রদত্ত এক নির্ভুল, সম্পূর্ণাঙ্গ ও চিরন্তন ব্যবস্থা। জীবনের সকল ক্ষেত্রে যথাযথভাবে ইসলাম কায়েমের মাধ্যমেই সমাজে শান্তি-শৃংখলা স্থাপন করা সম্ভব। মাতা-পিতা ও সন্তান বা পারিবারিক জীবনে ইসলাম কায়েমের মাধ্যমেই পরিবারে তথা সমাজে শান্তি-শৃংখলা স্থাপিত হতে পারে। এ উদ্দেশ্যেই বইটি লেখার প্রয়াস পেয়েছি। এ উদ্দেশ্য কিছুমাত্র পরিপূরিত হলেও শ্রম সার্থক জ্ঞান করবো।

মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে তাঁর দীনের সঠিক সমঝ দান করুন ও তা অনুসরণের মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাতে আমাদের কল্যাণ, মুক্তি ও নাজাতের ব্যবস্থা করে দিন। আমীন!

মুহম্মদ মতিউর রহমান
২৬/এ আহম্মদ নগর,
মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
তারিখ ঃ ০৫-০৮-২০০৬

www.pathagar.com

সূচীপত্র

ভূমিকা ৫
দাম্পত্য-জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ৮
সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার হক ১১
সন্তানের হক সম্পর্কে ইসলামের নির্দেশ ১১
আকীকাহ ১৭
জন্মের পর সন্তানের কানে আযান দেয়া ২০
সন্তানকে উপযুক্ত শিক্ষাদান করা ২০
প্রথম নসীহত ২১
দ্বিতীয় নসীহত ২২
তৃতীয় নসীহত ২২
চতুর্থ নসীহত ২৩
পঞ্চম নসীহত ২৪
ষষ্ঠ নসীহত ২৪
সপ্তম নসীহত ২৪
অষ্টম নসীহত ২৪
নবম নসীহত ২৪
সন্তানের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব ২৬
সন্তানদের মধ্যে সুবিচার প্রতিষ্ঠা ২৭
মাতা-পিতার প্রতি সন্তানের হক ৩৪
মাতা-পিতার হক সম্পর্কে কতিপয় হাদীস ৩৭
মাতা-পিতা অমুসলমান হলেও তাঁদের
সাথে ভাল ব্যবহার করতে হবে ৪০
জিহাদে যেতেও পিতা-মাতার অনুমতি প্রয়োজন ৪৩
মাতা-পিতার সেবা করার সওয়াব
হজ্জ ও উমরার সমতুল্য ৪৮
মাতা-পিতার খেদমত করলে গুনাহ মাফ হয় ৫০
সন্তান ও তার সম্পদের উপর মাতা-পিতার হক ৫২
মাতা-পিতার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা কবীরা গুনাহ ৫৪
পিতার চেয়ে মাতার হক বেশী ৫৯
উপসংহার ৬২

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা

মহান আল্লাহ সমগ্র বিশ্ব-জগত সৃষ্টি করেছেন সুপরিকল্পিতভাবে। সব সৃষ্টির জন্যই রয়েছে সুনির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন। সকল সৃষ্টিকেই এ নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয়। না হলে বিশৃংখলা সৃষ্টি হতে বাধ্য। তাই সৃষ্টি যাঁর, নিয়মও তাঁর, তিনিই নিয়ম মানার ব্যবস্থা করে থাকেন। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

اَللّٰهُ الَّذِىْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ط كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ط يُدَبِّرُ الْاَمْرَ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُوْنَ ○ وَهُوَ الَّذِىْ مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ وَاَنْهٰرًا ط وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ○ ـ الرعد : ٢-٣

"আল্লাহই ঊর্ধদেশে স্থাপন করেছেন আকাশজগতকে স্তম্ভ ছাড়া, তোমরা সেগুলো দেখ। অতপর তিনি আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে কর্মে নিয়োজিত করেছেন, প্রত্যেকে নির্দিষ্ট সময় মুতাবিক আবর্তন করে। তিনি সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন, নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করেন, যাতে তোমরা স্বীয় পালনকর্তার সাথে সাক্ষাত সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাসী হও। তিনিই ভূতলকে বিস্তৃত করেছেন এবং তাতে পাহাড়-পর্বত ও নদ-নদী স্থাপন করেছেন এবং প্রত্যেক প্রকারের ফল সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায়। তিনি দিনকে রাত্রির দ্বারা আবৃত করেন। এতে তাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে যারা চিন্তাশীল।"–সূরা আর রা'দ ঃ ২-৩

উপরোক্ত দুটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বিশাল সৃষ্টি-জগত সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে একটি ধারণা প্রদান করেছেন। তিনি ঊর্ধাকাশে অসংখ্য চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-তারা-নক্ষত্র সৃষ্টি করেছেন ঘূর্ণায়মান অবস্থায়। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষ-পথ নিয়মানুবর্তিতার সাথে পরিভ্রমণ করছে। কেউ নিয়মের এতটুকু ব্যতিক্রম করছে না। নিয়মের ব্যতিক্রম হলে পরস্পর পরস্পরের

www.pathagar.com

সাথে সংঘর্ষ বেঁধে সকলেই কক্ষচ্যুত হয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। এ নিয়ম ও নিয়ন্ত্রণ কার ? এটা যে মহান স্রষ্টার তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সবকিছু সৃষ্টির পর তিনি আরশে অধিষ্ঠিত হয়ে সবকিছু দেখছেন, প্রতিপালন ও নিয়ন্ত্রণ করছেন। কোনো কিছুই তাঁর দৃষ্টি-সীমার বাইরে বা নিয়ন্ত্রণ-বহির্ভূত নয়। এ বিষয়গুলো আমরা সকলে প্রত্যক্ষ করছি বা উপলব্ধি করছি এবং এটা এজন্য যে, যাতে আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে ও আখেরাতে তাঁর সাক্ষাৎ বা তাঁর নিকট আমাদের জবাবদিহিতা সম্পর্কে আমরা নিশ্চিন্ত হতে পারি। এরপর তিনি বলেন, যমীনকে তিনি বিস্তৃত করেছেন, তাতে পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, গাছ-পালা, শষ্যাদি ইত্যাদি দিয়ে পরিকল্পিতভাবে মানুষের উপযোগী করে এমন সুন্দরভাবে সাজিয়েছেন, দিন-রাত্রির আবর্তনকে এমন সুশৃংখল করেছেন যে, বুদ্ধিমান-চিন্তাশীল মাত্রেই এতে স্রষ্টার অপরিসীম মহিমা, সৌন্দর্য ও কুদরতের পরিচয় পেয়ে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতায় নতজানু হয়ে পড়ে।

সৌর-জগতে যে নিয়ম, প্রকৃতি-জগতে ও জীব-জগতে সেই একই নিয়ম। মহান আল্লাহর এ নিয়মকেই ইসলামের পরিভাষায় বলা হয় ফিৎরাত বা দীন। যার জন্য যে স্বভাব-প্রকৃতি বা নিয়ম নির্ধারিত হয়েছে তার জন্য সে নিয়ম মানাই ইবাদাত। সৌর-জগতের সবকিছুই স্রষ্টার এ নিয়ম অবলীলায় মেনে চলেছে। এ সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ বলেন ঃ

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّظِلٰلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ ○ ـ الرعد : ١٥

"আল্লাহকে সেজদা করে যা কিছু নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে আছে ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় এবং তাদের প্রতিচ্ছায়াও সকাল-সন্ধ্যায়।"

–সূরা আর রা'দ ঃ ১৫

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ

اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۝ وَّالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدٰنِ ○ وَالسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ ۝ اَلَّا تَطْغَوْا فِى الْمِيْزَانِ ○ ـ الرحمن : ٥ـ٨

"সূর্য ও চন্দ্র আবর্তন করে নির্ধারিত কক্ষপথে, তৃণলতা ও বৃক্ষাদি মেনে চলে তাঁরই বিধান, তিনি আকাশকে করেছেন সমুন্নত এবং স্থাপন করেছেন মানদণ্ড, যাতে ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে।"

–সূরা আর রহমান ঃ ৫-৮

www.pathagar.com

এখানে সৌর-জগত ও প্রকৃতি-জগতের সৃষ্টি, তাদের পরস্পরের সম্পর্ক ও অন্তরনিহিত ভারসাম্যের কথা বলা হয়েছে, যা ছাড়া সৃষ্টির মধ্যে বিপর্যয় দেখা দিত। আল্লাহ তাঁর বিশাল সৃষ্টিজগতের মধ্যে এমন সুন্দর ভারসাম্যমূলক ব্যবস্থা, নিয়ম ও নিয়ন্ত্রণের স্থায়ী ব্যবস্থা করেছেন যে, সৃষ্টির মধ্যে কোথাও কোনো অনিয়ম ও বিশৃংখলা চোখে পড়ে না। এবং সকলেই ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় আল্লাহর নিয়ম বা বিধান মেনে চলেছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ

اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ○ - ال عمران : ٨٣

"তারা কি চায় আল্লাহর বিধানের পরিবর্তে অন্য বিধান ? অথচ আকাশে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই স্বেচ্ছায় হোক অথবা অনিচ্ছায় তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করেছে, আর তাঁর দিকেই তারা প্রত্যানীত হবে।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ৮৩

মহান আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত নিখুঁত ও সর্বব্যাপী। কোনো কিছুই তাঁর নিয়ন্ত্রণের বাইরে নয়। আল্লাহ বলেন ঃ

وَيَعْلَمُ مَا فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ط وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا -

"জলে ও স্থলে যা কিছু আছে তা তিনিই অবগত, তাঁর অজ্ঞাতসারে একটি পাতাও নড়ে না।"–সূরা আল আনআম ঃ ৫৯

এভাবে সৃষ্টি-জগতের সর্বত্র স্রষ্টার বিধান অনুযায়ী সবকিছু নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হচ্ছে। মানুষ সৃষ্টির পরও মহান স্রষ্টা মানব জাতির জন্য তাঁর বিধান প্রদান করেছেন। আসমানী কিতাব ও আল্লাহর প্রেরিত নবী-রাসূলদের মাধ্যমে মহান স্রষ্টা যুগে যুগে সে বিধান মানব সমাজে কায়েম করেছেন। এ বিধান অনুযায়ী প্রত্যেক মানুষের হক বা দায়িত্ব-কর্তব্য নির্দিষ্ট আছে। ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক মানুষের হক যেমন নির্দিষ্ট রয়েছে, সমষ্টিগতভাবেও তেমনি সকলের হক নির্দিষ্ট রয়েছে। এভাবে ব্যক্তি, পরিবার, প্রতিবেশী, সমাজ, রাষ্ট্র তথা আন্তর্জাতিক বিশ্বের সর্বত্র, সকল ক্ষেত্রে সকলের হক আল্লাহর পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট করে দেয়া আছে। এটা যেমন ইনসাফপূর্ণ, তেমনি ভারসাম্যপূর্ণ। তাই আল্লাহর বিধান যথাযথরূপে বাস্তবায়ন করলে পৃথিবীতে শান্তি, কল্যাণ ও সুন্দর জীবন প্রতিষ্ঠা সম্ভব। অন্যথায় পৃথিবী হবে অশান্তি, বিশৃংখলা ও অরাজকতায় পূর্ণ, জীবন হবে দুর্বিসহ।

www.pathagar.com

এখানে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আল্লাহর বিধান কী বা আল্লাহর বিধানের পরিপূর্ণ দিক সম্পর্কে আলোচনা করার অবকাশ নেই। শুধুমাত্র মাতা-পিতা ও সন্তানের হক সম্পর্কে এখানে সংক্ষেপে আলোচনার প্রয়াস পাব।

মাতা-পিতা ও সন্তান-সন্ততির সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ট ও পবিত্র। নর-নারীর মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের পর তাদের জীবনের পরম কাঙ্ক্ষিত প্রত্যাশা হলো সন্তান লাভ। সন্তান লাভের পরই নর-নারীর দাম্পত্য-জীবনে পূর্ণতা আসে। তাদের সংসার অনাবিল আনন্দে ভরে ওঠে। সন্তান লাভের পর তাদের জীবনের ধরন-ধারণ ও স্বপ্ন-কল্পনা অন্য রকম হয়। বাবা-মায়ের সকল চিন্তা-ভাবনা, আনন্দ-উদ্বেগ, ভাললাগা-মন্দলাগা সবই সন্তানকে ঘিরে। সন্তানের লালন-পালন, খাওয়া-দাওয়া, আদর-যত্ন, পরিষ্কার, পরিচ্ছন্নতা, ঔষধ-পথ্য, লেখাপাড়া শেখানো, অর্থাৎ তাদেরকে যথাযথভাবে লালন-পালন করে মানুষ করে তোলা ইত্যাদি সব ব্যাপারেই বাবা-মাকে সযত্ন ও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়। বাবা মায়ের অযত্ন-অবহেলায় সন্তান অমানুষ হয়ে গড়ে উঠতে পারে। যেটা কোনো বাবা-মায়েরই কাম্য নয়।

বাবা-মায়ের আদর যত্নে সন্তান যদি ভালভাবে গড়ে উঠতে পারে তাহলে বাবা-মায়ের চেয়ে আনন্দ আর কার হতে পারে ? ভাল ছেলেমেয়ের বাবা-মা হওয়া গর্ব ও আনন্দের বিষয়। সে জন্য বাবা-মাকে ধৈর্য ও কষ্ট সহকারে ছেলেমেয়েকে লালন-পালন করতে হয়। যথাযথভাবে ছেলেমেয়েকে লালন-পালন করা, তাদেরকে মানুষ করে তোলা বাবা-মায়ের কর্তব্য বা দায়িত্ব। অন্যদিকে, যে বাবা-মা এত ধৈর্য ধরে, কষ্ট সহ্য করে ছেলেমেয়ে লালন-পালন করে তাদেরকে মানুষ করে তোলে, সেসব ছেলে-মেয়েদেরও তাদের বাবা-মায়ের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য থাকে। ইসলাম এ পারস্পরিক দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট বিধান প্রদান করেছে। উভয়েই এ দায়িত্ব কর্তব্য যথাযথভাবে সম্পাদন করলে সুস্থ-স্বাভাবিক ও শান্তিপূর্ণ সামাজিক পরিবেশ গড়ে উঠতে পারে, এখানে সে সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনার প্রয়াস পাব।

দাম্পত্য-জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য

আল্লাহ সকল প্রাণীকেই জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন সৃষ্টির ধারাকে অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে। মানুষকেও নর এবং নারী হিসেবে সৃষ্টি করে তাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক সৃষ্টির বিধান দেয়া হয়েছে। এ বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ

www.pathagar.com

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ط اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ ۝ ـ النحل : ٧٢

"এবং আল্লাহ তোমাদের থেকেই তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের যুগল থেকে তোমাদের জন্য পুত্র-পৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের উত্তম জীবনোপকরণ দিয়েছেন। তবু কি তারা মিথ্যাতে বিশ্বাস করবে এবং তারা কি আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করবে ?"

–সূরা আন নাহল ঃ ৭২

উপরোক্ত আয়াতে নারী এবং পুরুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য যে তাদের পুত্র-পৌত্রাদি সৃষ্টি করে মানব-সৃষ্টির ধারাকে অব্যাহত রাখা তা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। প্রথম মানব-মানবী হযরত আদম আ. ও হযরত হাওয়া আ.-এর পুত্র ছিল বিশজন এবং কন্যার সংখ্যা ছিল বিশ। পৃথিবীতে এখনো নারী এবং পুরুষের সংখ্যা প্রায় সমান সমান। এভাবে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করে তাদের মধ্যে প্রেম-ভালোবাসা সৃষ্টি করে, বিয়ের মাধ্যমে যুগলবন্দী করে সন্তানাদি জন্মদানে এক চিরন্তন নিয়ম-বিধান মানব সমাজে আবহমান কাল থেকে চালু আছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ج وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ۝ ـ النساء : ١

"হে মানব ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকেই সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তা থেকে তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেন, যিনি তাদের দু'জন থেকে বহু নর-নারী (সৃষ্টি করে পৃথিবীতে) ছড়িয়ে দেন, এবং আল্লাহকে ভয় কর যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাঞ্চা কর এবং সতর্ক থাক জ্ঞাতি-বন্ধন সম্পর্কে। আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।"

–সূরা আন নিসা ঃ ১

www.pathagar.com

আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ص فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ ز وَقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ ط وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْا اَنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ ط وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

"তোমাদের স্ত্রীলোক তোমাদের ক্ষেত স্বরূপ, অতএব তোমরা তোমাদের ক্ষেতে গমন কর যেমন করে তোমরা চাও এবং তোমাদের নিজেদের ভবিষ্যত রচনার জন্য এখনই ব্যবস্থা গ্রহণ কর। আল্লাহকে ভয় কর, ভালভাবে জেনে রাখ, তোমরা সকলে নিশ্চয় তাঁর সাথে একদিন মিলিত হবে। আর ঈমানদার লোকদের সুসংবাদ দাও।"

–সূরা আল বাকারা ঃ ২২৩

উপরোক্ত আয়াতে বৈবাহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান মেনে চলার এবং পরস্পরের সম্পর্কের পবিত্রতা ও আত্মীয়তার বন্ধন বা তাদের হক বা দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে সতর্ক থাকার কথা বলা হয়েছে। এসব বিষয়ে আল্লাহর নজরদারী কেউ এড়াতে পারবে না বলে আল্লাহ হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন।

❐

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার হক

সন্তানের হক সম্পর্কে ইসলামের নির্দেশ

মানুষকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করা এবং বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, পুত্র-পৌত্রাদি জন্ম দিয়ে পৃথিবীতে মানব-বংশ বিস্তার করা। পৃথিবীতে মানুষের স্বাভাবিক জীবন যাপন, যৌন-ক্ষুধার নিবৃত্ত ও বংশ-বিস্তারের জন্য নারী এরং পুরুষ উভয়েরই প্রয়োজন রয়েছে। আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ط اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ○

"এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি ও স্বস্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে।"–সূরা আর রূম ঃ ২১

এখানে স্পষ্টতই মানব-সমাজে নারী ও পুরুষ উভয়েরই অপরিহার্যতার কথা বলা হয়েছে। যার ফলে উভয়ের সমমর্যাদা ও সমঅধিকার নিশ্চিত হয়েছে। কিন্তু ইসলাম-পূর্ব যুগে আরবে এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও নারী জাতিকে অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখা হতো। নারী জাতিকে তারা কখনো ন্যায্য মানবিক অধিকার ও মর্যাদা দিতো না। মেয়ে সন্তানের জন্ম ছিল সম্পূর্ণ অবাঞ্ছিত। এ সময়কার আরব সমাজের অবস্থা বর্ণনা করে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثٰى ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيْمٌ ○ يَتَوَارٰى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْٓءِ مَا بُشِّرَ بِهٖ ط اَيُمْسِكُهٗ عَلٰى هُوْنٍ اَمْ يَدُسُّهٗ فِي التُّرَابِ ط اَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ○ ـ النحل : ٥٨-٥٩

www.pathagar.com

"তাদের কাউকে যখন কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয় তখন তার মুখাবয়ব কালো হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়। তাকে যে সংবাদ দেয়া হয়, তার গ্লানি হেতু সে নিজ সম্প্রদায় থেকে আত্মগোপন করে (সে চিন্তা করে) হীনতা সত্ত্বেও সে তাকে (কন্যা সন্তানকে) রেখে দেবে, না মাটিতে পুঁতে দেবে ! সাবধান! তারা যা সিদ্ধান্ত করে তা কত নিকৃষ্ট !"–সূরা আন নাহল ঃ ৫৮-৫৯

উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ে জাহিলী যুগের আরব সমাজের কথা বলা হয়েছে। তখন সেখানে কন্যা সন্তানের জন্মকে সবাই অগৌরবের ও অবাঞ্ছিত মনে করতো। অপমানে কন্যা সন্তানের জনকরা অনেক সময় নিজ সম্প্রদায় ত্যাগ করে অন্যত্র আশ্রয় নিত। অনেকে জন্মের পর কন্যা সন্তানকে জীবন্ত প্রোথিত করতো। আল্লাহ সুস্পষ্ট ভাষায় এর নিন্দা করেছেন এবং এ হীন মানসিকতা পরিত্যাগ করতে বলেছেন। শুধু তাই নয়, তাদেরকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেছেন ঃ

وَاِذَا الْمَوْءٗدَةُ سُئِلَتْ ۝ بِاَيِّ ذَنْۢبٍ قُتِلَتْ ۝ ـ التكوير : ٨-٩

"জীবন্ত প্রোথিত মেয়েদেরকে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞেস করা হবে, কোন্ অপরাধে তাদেরকে হত্যা করা হয়েছিল ?"–সূরা তাকবীর ঃ ৮-৯

ইসলাম কন্যা ও পুত্র উভয়কে সমান দৃষ্টিতে দেখার নির্দেশ দিয়েছে। শুধু তাই নয়, উভয়কে সমান দৃষ্টিতে দেখার এবং সমান আদর-যত্ন করার জন্য পুরস্কারের সুসংবাদও দিয়েছে। এ সম্পর্কে মহানবী স. বলেন ঃ

"যে ব্যক্তির কোনো কন্যা সন্তান রয়েছে এবং তাকে জীবন্ত প্রোথিত করেনি এবং তাকে ঘৃণার চোখেও দেখেনি, তার উপর নিজের পুত্র সন্তানকে অগ্রাধিকারও দেয়নি, তাকে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে দাখিল করবেন।"–আবু দাউদ, কিতাবুল আদব

জাহিলিয়াতের যুগে আরবে কন্যা সন্তানগণ পিতামাতার সম্পত্তির কোনো অংশ পেত না। সমাজে তারা নানাভাবে নিগৃহীত হতো। স্বয়ং কন্যা-সন্তানদেরকে মীরাসের মাল মনে করে পুরুষরা তাদেরকে নিজেদের মধ্যে ভাগ-বন্টন করে নিত।

হিন্দুধর্মসহ পৃথিবীর বহু ধর্মে এখনো পর্যন্ত পিতা-মাতার সম্পত্তিতে কন্যা সন্তানের কোনো অংশ নেই। কিন্তু ইসলাম এ বৈষম্যমূলক অমানবিক বিধানের অবসান ঘটিয়েছে। আল্লাহ তা'আলার সুস্পষ্ট নির্দেশ ঃ

www.pathagar.com

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْ اَوْلَادِكُمْ ق لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ج فَاِنْ كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ج وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ط ـ

"আল্লাহ তোমাদের সন্তান সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়েছেন ঃ এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান, কিন্তু কেবল কন্যা দুইয়ের অধিক থাকলে তাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ আর মাত্র এক কন্যা থাকলে তার জন্য অর্ধাংশ।"–সূরা আন নিসা ঃ ১১

উপরোক্ত আয়াতাংশে কন্যা সন্তানদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে মীরাস বা বাবা-মায়ের সম্পত্তিতে নির্দিষ্ট অংশ দেয়া হয়েছে। যদিও পুত্র সন্তানের তুলনায় কন্যা সন্তানের অংশ অর্ধেক করা হয়েছে অত্যন্ত যুক্তি সঙ্গত কারণে। কারণ মেয়েদের অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্ব কম। পিতার সংসারে থাকাকালে কন্যা সন্তানের লালন-পালন, ভরণ-পোষণ ইত্যাদি সব দায়িত্ব পিতাই পালন করে থাকেন। এমন কি, বিয়ে-শাদী দেয়ার খরচাদি পিতাই বহন করেন অথবা পিতার অবর্তমানে ভাইয়েরা বোনের দায়-দায়িত্ব পালন করে। বিয়ের পর স্ত্রীর যাবতীয় দায়-দায়িত্ব পালন করে থাকে স্বামী, কিংবা পুত্র বড় হলে বা কর্মক্ষম হলে সেও মায়ের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পালন করে থাকে। পিতার অবর্তমানে মায়ের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তো সম্পূর্ণ পুত্রের উপরেই বর্তায়। এভাবে দেখা যায়, মেয়েদের অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্ব এক রকম নেই বললেই চলে অথবা ক্ষেত্র বিশেষে থাকলেও তা অত্যন্ত সামান্য। উপরন্তু মেয়েরা বিয়ের সময় যে দেনমোহর পায় তা একান্তভাবে তাদের নিজস্ব। স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক অষ্টমাংশের মালিক হয়—এটাও ইসলামের বিধান।

এভাবে দেখা যায়, মেয়েদের মীরাস প্রদানের ক্ষেত্রে ইসলাম একান্ত ন্যায়ানুগ ও যুক্তিসঙ্গত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। দুনিয়ার কোনো বিধানেই মেয়েদের প্রতি এমন ন্যায়ানুগ আচরণ করা হয়নি। তা সত্ত্বেও দৃশ্যত বাবা-মায়ের সম্পত্তিতে মেয়েদের অংশ ছেলেদের তুলনায় অর্ধেক, এ অযৌক্তিক অভিযোগ তুলে এক শ্রেণীর ইসলাম বিদ্বেষী লোক মেয়েদের প্রতি ইসলাম পক্ষপাতমূলক আচরণ করেছে বলে অপপ্রচার করে থাকে। তারা কোনো যুক্তির ধার ধারে না, ইসলাম সমাজে নারী-পুরুষের সম্পর্ক, অধিকার ও মর্যাদাকে কত ভারসাম্যপূর্ণ, পরস্পর নির্ভরশীল ও সমমর্মিতাপূর্ণ করে সৃষ্টি করেছে, তা তারা কখনো উপলব্ধি করার চেষ্টা করেনি। হয়ত তারা অজ্ঞ, নয়ত জ্ঞানপাপী, ইসলাম বিরোধিতাই তাদের মূল লক্ষ।

www.pathagar.com

সন্তানের লালন-পালন, তাদেরকে উপযুক্ত শিক্ষা দান, তাদেরকে ভাল আচার-আচরণ শিক্ষা দেয়া, উন্নত নৈতিক-মানসম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা, সর্বোপরি, ভাল মুসলমান হিসেবে গড়ে তোলা, প্রত্যেক পিতা-মাতারই পরম এবং পবিত্র দায়িত্ব। এ সম্পর্কে বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু হুরাইরা রা. বর্ণিত একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদীস উদ্ধৃত হলো ঃ

حَقُّ الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ ثَلاَثَةُ اَشْيَاءٍ اَنْ يُّحْسِنَ اِسْمَهُ اِذَا وُلِدَ وَيُعَلِّمَهُ الْكِتَابَ اِذَا عَقَلَ وَيُزَوِّجَهُ اِذَا اَدْرَكَ - تنبيه الغافلين للشيخ السمرقندى، ص ٤٧

"পিতা-মাতার উপর সন্তানের হক হচ্ছে প্রধানত তিনটি ঃ জন্মের পর তাদের জন্য উত্তম নাম রাখা, জ্ঞান-বুদ্ধি বাড়লে তাদেরকে কুরআন শিক্ষা তথা ইসলাম শিক্ষা দেয়া, আর সে যখন পূর্ণ বয়স্ক হবে, তখন তার বিয়ের ব্যবস্থা করা।"

হাদীসটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সন্তান ভূমিষ্ট হবার পর তার জন্য একটি ভাল নাম রাখা পিতা-মাতার প্রধান দায়িত্ব। ভাল নাম রাখার মাধ্যমেই সন্তানের প্রতি বাবা-মায়ের মহব্বত, সন্তানকে উত্তম মানুষ রূপে গড়ে তোলার সদিচ্ছা ব্যক্ত হয়ে থাকে। অথচ বাস্তবে দেখা যায়, সন্তানের নাম নির্বাচনের ক্ষেত্রে অধিকাংশ বাবা-মা-ই চরম উদাসীন। আজকাল ছেলেমেয়েদের এমন সব নাম রাখা হয় যার দ্বারা তার জাত-পরিচয়, ধর্ম বংশ সম্পর্কে কিছুই বুঝার উপায় নেই। অর্থহীন এমনকি খারাপ অর্থবিশিষ্ট নাম রেখে ছেলেমেয়েকে প্রথমেই অমানুষ হবার পথে ঠেলে দেয়া হয়। এর দ্বারা সন্তানের প্রতি বাবা-মায়ের চরম ঔদাসীন্যেরই পরিচয় ফুটে ওঠে।

ভাল, অর্থপূর্ণ নাম রাখা সুন্নাত এবং বাবা-মায়ের জন্য এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সর্বাধিক উত্তম নাম হলো আল্লাহর গুণবাচক নামের সাথে মিলিয়ে সুন্দর অর্থবাচক নাম। যেমন—আবদুল্লাহ, আবদুর রহমান, আবদুর রহীম, আবদুল হাফিজ, আবদুল কাইয়ুম, আবদুল কাহ্হার প্রভৃতি। এরপর নবী-রাসূলদের নামের সাথে মিলিয়ে নাম রাখা। তারপর সাহাবায়ে কেরামের নামের সাথে মিলিয়ে নাম রাখা অথবা যে কোনো ভাল অর্থপূর্ণ নাম নির্বাচন করা। এতে আশা করা যায়, ভাল অর্থপূর্ণ নামের বদৌলতে সন্তানের মনে একটি ভাল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে এবং সে ভাল মানুষ রূপে গড়ে ওঠার অনুপ্রেরণা লাভ করবে।

www.pathagar.com

প্রথমত, মনে রাখা দরকার, নাম রাখার মধ্যে জাতীয়, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিচয় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। কোনো হিন্দুর নাম শুনলে মনে হবে সে হিন্দু। অনুরূপভাবে কোনো বৌদ্ধ, খৃস্টান বা অন্য কোনো ধর্মীয় লোকের নামের মধ্যেই তাদের পরিচয় সুস্পষ্ট। মুসলমানদের নামও এক সময় তাই ছিল। কিন্তু আজকাল মুসলমান ঘরের সন্তানের কারো কারো এমন সব নাম রাখা হচ্ছে যা থেকে সে মুসলমান কিনা তা বুঝতে অসুবিধা হয়। তাই সন্তানের নাম রাখার ব্যাপারে আমাদের সচেতন ও সতর্ক হতে হবে। এটা আমাদের সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। তাই সন্তানের জন্য ভাল অর্থপূর্ণ নাম রাখা মাতা-পিতা বা অভিভাবকের দায়িত্ব।

দ্বিতীয়ত, সন্তানকে কুরআন শিখানো এবং ইসলাম সম্পর্কে জানাশোনার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া বাবা-মায়ের দ্বিতীয় প্রধান কর্তব্য বলে হাদীসটিতে উল্লেখ করা হয়েছে। এটা অপরিসীম গুরুত্ব বহন করে। আল কুরআন কোনো সাধারণ গ্রন্থ নয়। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সমগ্র মানবজাতিকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য মহানবী স.-এর মাধ্যমে এ মহাগ্রন্থ প্রেরণ করা হয়েছে। এ গ্রন্থের আলোকে জীবন গঠন করলে মানুষ যথার্থই আশরাফুল মাখলুকাত বা সর্বোত্তম মানুষে পরিণত হতে পারে, মহানবী স.-এর যুগে বিশ্ববাসী তা প্রত্যক্ষ করেছে।

প্রকৃতপক্ষে, কুরআন প্রেরণের একমাত্র উদ্দেশ্য এটাই। মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাতের স্তরে উন্নীত করা। যাঁর উপর নাযিল হয়েছে, তিনি নিজে কুরআনের আলোকে নিজের জীবন গড়ে সমগ্র মানবজাতির মুকুটস্বরূপ সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম মানুষে পরিণত হয়েছিলেন এবং জাহিলিয়াতের যুগের বর্বরতম, অসভ্য ও অধঃপতিত মানবগোষ্ঠীকে আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে গড়ে তুলেছেন। আগেই বলেছি, কুরআন কোনো সাধারণ গ্রন্থ নয় ; অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের মত গুটিকতক ধর্মীয় বিধি-বিধানসর্বস্ব কোনো সাধারণ ধর্মীয় গ্রন্থও নয়। এটা মানুষ তথা সমগ্র বিশ্ব-জগতের স্রষ্টা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সমগ্র মানব জাতির জন্য অবতীর্ণ। এতে স্রষ্টার পরিচয়, সকল সৃষ্টির পরিচয়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখা-প্রশাখা সম্পর্কে তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা রয়েছে। মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য, জীবনের লক্ষ পরিণতি, কর্তব্য, মানুষের ব্যক্তিগত জীবন, সমষ্টিগত জীবন, ব্যবহারিক জীবন, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে সংক্ষেপে সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা এ গ্রন্থে প্রদান করা হয়েছে। অতএব, প্রত্যেক মানুষেরই কুরআন পড়া, কুরআন অনুযায়ী জীবন গঠন ও পরিচালনা করা একান্ত জরুরী।

www.pathagar.com

এখানে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কুরআন শুধু মুসলমানদের জন্য নাযিল হয়নি। বিশ্ব-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সমগ্র মানবজাতির জন্য এগ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে। তবে যেহেতু মুসলমানগণ আল্লাহর উপর, আল্লাহর রাসূল ও আল্লাহর কিতাবের উপর ঈমান এনেছে, তাই কুরআন পড়া, বুঝা, কুরআন অনুযায়ী জীবন গঠন করা, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করা এবং সকল মত, আদর্শ ও জীবন বিধানের উপর কুরআনকে অগ্রাধিকার প্রদান ও কুরআনকে বিজয়ী আদর্শ হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করা মুসলমানদের দায়িত্ব ও অপরিহার্য কর্তব্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মুসলমানগণ আজ তাদের দায়িত্ব-কর্তব্যের প্রতি চরমভাবে উদাসীন। তাই কুরআন অনুযায়ী জীবন গঠন না করে, কুরআন অনুযায়ী সমাজ পরিচালনা না করে অনৈসলামী বা বাতিল আদর্শ অনুযায়ী জীবন গঠন, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করছে। ফলে তারা নামে মুসলমান হলেও বাস্তব জীবনাচারে সম্পূর্ণ ইসলামের বিপরীত আদর্শ অনুসরণ করছে। এর দ্বারা তাদের দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ই বরবাদ হতে বসেছে। তাই রাসূলের হাদীস অনুযায়ী সন্তানকে কুরআন শিক্ষা দেয়া, কুরআনের আলোকে সন্তানের জীবন গড়ে তোলা বাবা মায়ের পরম দায়িত্ব ও কর্তব্য। এর দ্বারাই সন্তানের জীবন সার্থক ও সুন্দর হয়ে উঠতে পারে। সমাজ ও রাষ্ট্র পেতে পারে সুনাগরিক।

তৃতীয়ত, সন্তানের বিয়ের বয়স হওয়ার পর উপযুক্ত পাত্র বা পাত্রীর সাথে তার বিয়ের ব্যবস্থা করাও বাবা-মায়ের কর্তব্য। বিয়ের দ্বারাই জীবনে পূর্ণতা আসে। যথাসময়ে সন্তানের বিয়ে না দিলে সন্তানদের পদস্খলনের সম্ভাবনা থাকে এবং বিয়ের মাধ্যমেই সন্তানের স্বাভাবিক জীবন যাপন, সুস্থ জীবন গঠন নিশ্চিত হয়। তাছাড়া বিয়ে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, এর উপর সন্তানের ভবিষ্যত জীবনের সুখ-শান্তি, ভাল-মন্দ, ব্যর্থতা-সফলতা নির্ভর করে। তাই ভাল পাত্র বা পাত্রী নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ ক্ষেত্রে বাবা-মায়ের যথাযথ ভূমিকা থাকা অপরিহার্য। অতএব হাদীসের এ অংশটিও অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ।

উপরোক্ত হাদীসের দ্বারা বুঝা যায়, সন্তানের ভাল নাম রাখা, সন্তানকে কুরআন শিক্ষা দান, ইসলামের আলোকে সন্তানের মন-মানস, চরিত্র, আমল-আখলাক পরিগঠন ও বয়সকালে বিয়ের ব্যবস্থা করা বাবা-মায়ের দায়িত্ব। এ হাদীস অনুযায়ী সন্তানের প্রতি দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করলে সন্তানের জীবন যেমন সুন্দরভাবে গড়ে উঠবে, পরিবার ও সমাজ তার দ্বারা উপকৃত হবে। কেননা সুনাগরিক সুস্থ, সুন্দর, শান্তিপূর্ণ পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রগঠনের পূর্বশর্ত। অন্যদিকে এ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন

www.pathagar.com

না করলে সন্তানের যেমন বিপথগামী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, পরিবারেও অশান্তি-বিশৃংখলা দেখা দেয়, সমাজ ও রাষ্ট্রে তেমনি অশান্তি-অরাজকতা সৃষ্টি হয়। সন্তানের প্রতি বাবা-মা এ দায়িত্ব পালন না করলে দুনিয়ায় যেমন অশান্তি, আখেরাতেও তেমনি তাদেরকে কঠিন পরিণতি ভোগ করতে হবে। বর্তমানে আমরা প্রায় প্রত্যেক পরিবারে যে অশান্তি লক্ষ করি তার মূল কারণ খোঁজ করলে দেখা যাবে, সন্তানকে উপযুক্ত শিক্ষা-দীক্ষা না দেয়ার ফলে সে সন্তান উচ্ছৃংখল হয়ে পড়ছে, বড় হয়ে বাবা-মার জীবনকেও নানা অশান্তিতে ভরে দিচ্ছে, সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্যও সে অবাঞ্ছিত ব্যক্তিতে পরিণত হচ্ছে। এ সম্পর্কে একটি ঘটনা উল্লেখ করা যায়।

ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর ফারুক রা.-এর নিকট একদিন এক ব্যক্তি তার ছেলেকে সাথে নিয়ে এসে বলল ঃ "এ আমার ছেলে। সে আমার সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেছে।" একথা শুনে খলীফা ছেলেটিকে বললেন ঃ "তুমি কি আল্লাহকে ভয় কর না ? বাবা-মায়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা অত্যন্ত গুনাহের কাজ তুমি কি তা জান না ? সন্তানের উপর বাবা-মায়ের যে অনেক হক রয়েছে তা তুমি কীভাবে অস্বীকার করবে ?' একথা শুনে ছেলেটি বললো ঃ "হে আমীরুল মু'মিনীন, বাবা-মায়ের উপরও কি সন্তানের কোনো হক আছে ?" খলীফা বললেন, "হ্যাঁ, নিশ্চয় এবং সে হচ্ছে ঃ (১) বাবা মা নিজে কোনো সৎ ও ভদ্র মেয়ে বিয়ে করবে যাতে তার সন্তানের মা এমন নারী না হয় যার ফলে সন্তানের সামাজিক মর্যাদা নষ্ট হয় বা লজ্জা-অপমান সহ্য করতে হয়। (২) সন্তানের ভাল কোনো নাম রাখা (৩) সন্তানকে আল্লাহর কিতাব ও দীন ইসলাম শিক্ষা দেয়া।"

তখন ছেলেটি বললো ঃ "আল্লাহর শপথ! আমার এ বাবা-মা আমার এ হকগুলোর একটিও আদায় করেননি।" একথা শুনে খলীফা লোকটিকে বললেন ঃ "তুমি বলেছো, তোমার ছেলে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। আসলে তো তোমার থেকে তার সম্পর্ক ছিন্ন করার আগে তুমি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছো (সন্তানের প্রতি পিতার দায়িত্ব কর্তব্য পালন না করে।) অতএব এখন ওঠ এবং এখান থেকে চলে যাও।"

আকীকাহ

'আকীকাহ' শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো ঃ ভাঙ্গা, কেটে ফেলা। নবজাত শিশুর চুল কেটে ফেলাকেও 'আকীকাহ' বলা হয়। তাছাড়া ঐ জন্তুটিকেও 'আকীকাহ' বলা হয় যেটাকে সদ্যজাত শিশুর পক্ষ থেকে জবেহ করা হয়।

www.pathagar.com

প্রাচীন আরব সমাজে আকীকাহর রেওয়াজ ব্যাপকভাবে চালু ছিল। এর দ্বারা নবজাত শিশুর জন্মের সংবাদ ব্যাপকভাবে প্রচার করা, নবজাত শিশুর প্রতি সকলের দোয়া বা কল্যাণ কামনা করা এবং সন্তানের বংশ-পরিচয় সকলের নিকট প্রকাশ করা ইত্যাদি পারিবারিক, সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিষয় হাসিল হতো। রাসূল স. এর মধ্যে কল্যাণমূলক বিষয়গুলোর গুরুত্ব উপলব্ধি করে আল্লাহর নির্দেশে 'আকীকাহ' প্রথাকে বহাল রাখেন। তিনি নিজে 'আকীকাহ' করেছেন এবং অন্যদেরকেও 'আকীকাহ' প্রদানে উৎসাহিত করেছেন। 'আকীকাহ' সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ স.-এর কয়েকটি প্রসিদ্ধ হাদীস এখানে উল্লেখ করা হলো ঃ

كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُمَاطُ عَنْهُ الْاَذٰى -

"প্রতিটি সদ্যজাত শিশু তার আকীকাহর নিকট বন্দী, তার জন্মের সপ্তম দিনে তার পক্ষ থেকে পশু জবাই করে তার মাথা কামিয়ে ময়লা দূর করতে হয়।"

অন্য এক হাদীসের ভাষা নিম্নরূপ ঃ

كُلُّ غُلَامٍ رَهِيْنَةٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُسَمّٰى عَنْهُ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ

"প্রত্যেক সদ্যজাত শিশু তার আকীকাহর কাছে বন্দী, তার জন্মের সপ্তম দিনে তার পক্ষ থেকে পশু জবাই করে তার নাম রাখা এবং মাথার চুল কর্তন করা বিধেয়।"

আকীকাহ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ স.-এর আরো কয়েকটি হাদীস ঃ

لَا اُحِبُّ الْعُقُوْقَ وَمَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَاَحَبَّ اَنْ يَّنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ -

"আকীকাহ' শব্দ ব্যবহার আমি পসন্দ করি না। তবে যার কোনো সন্তান জন্মগ্রহণ করে, সে যেন তার সন্তানের পক্ষ থেকে পশু জবেহ করে। আমি সেটাই পসন্দ করি।"

'আকীকাহ' শব্দটির অর্থ ছিন্ন করা, কর্তন করা বা কেটে ফেলা। এ কারণে রাসূলুল্লাহ স. ঐ বিশেষ শব্দটির ব্যবহার পসন্দ করেননি। এর দ্বারা 'আকীকাহর মূল বিষয়টির গুরুত্ব খাটো করা হয়নি।

আরেকটি হাদীস ঃ

مَعَ الْغُلَامِ عَقِيْقَةٌ فَاَهْرِيْقُوْا عَنْهُ دَمًا وَاَمِيْطُوا عَنْهُ الْاَذٰى -

بخارى، ابو داود، ترمذى وابن ماجة

www.pathagar.com

"প্রত্যেক সদ্যজাত শিশুর সাথেই আকীকাহর বিষয়টি জড়িত, অতএব তোমরা তার পক্ষ থেকে পশু জবাই করে রক্ত প্রবাহিত করো এবং তার মাথার চুল কেটে দাও।"–বুখারী, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মায়াহ।

রাসূলুল্লাহ স. তাঁর নাতি হযরত হাসান রা. ভূমিষ্ঠ হলে তাঁর পক্ষ থেকে আকীকাহ করে বললেন ঃ

يَا فَاطِمَةُ اَحْلِقِىْ رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِىْ بِوَزْنِ شَعْرِهِ فِضَّةً ـ

"হে ফাতেমা, এর (হাসান) মাথার চুল কেটে ফেল এবং তার মাথার চুলের ওজন পরিমাণ রূপা সদকা করে দাও।"

হযরত ইমাম মালিক র.-এর বর্ণনা মতে ঃ

اِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُوْلِ ﷺ حَلَقَتْ شَعْرَ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَزَيْنَبَ وَاُمِّ كُلْثُوْمَ وَتَصَدَّقَتْ بِزِنَةِ ذٰلِكَ فِضَّةً ـ

"হযরত ফাতেমা, হাসান, হুসাইন, জয়নব ও উম্মে কুলসুমের মাথা মুণ্ডন করেছিলেন এবং তাদের চুলের ওজন পরিমাণ রূপা সদকা করে দিয়েছিলেন।"

রাসূলুল্লাহ স. সন্তান জন্মের সপ্তম দিনে নবজাত শিশুর পক্ষ থেকে পশু জবেহ করে সন্তানের জন্য উত্তম নাম রাখা এবং তার মাথার চুল কেটে মাথা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার কথা বলেছেন। এটার নাম আকীকাহ। আকীকাহর জন্তু জবেহ সম্পর্কে হাদীস শরীফে স্পষ্ট উল্লেখ আছে ঃ

عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَاتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ ـ احمد، ابو داود، نسائى

"পুরুষ সন্তানের জন্য দু'টি এবং মেয়ে সন্তানের জন্য একটি ছাগল জবেহ করাই যথেষ্ট।"

আকীকাহ করার জন্য রাসূলুল্লাহ স. যেভাবে তাগিদ দিয়েছেন তা থেকে কোনো কোনো আলেম আকীকাহ করা ওয়াজিব মনে করেছেন। তবে অধিকাংশ ইমাম ও মুজতাহিদের মতে আকীকাহ করা সুন্নাত। হযরত ইমাম আবু হানিফা র.-এর মতে নফল। তবে ওয়াজিব, সুন্নত বা নফল যাই হোক আকীকাহ একটি ভাল কাজ। সন্তান জন্মের পর এটা করা বাবা-মায়ের কর্তব্য। এ উপলক্ষে নবজাতকের নাম রাখা, তাঁর মস্তক মুণ্ডন করা বা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা এবং পশু যবেহ করে তার গোশত বিতরণ করা বা তা রান্না করে আত্মীয়-স্বজন, পরিবার, প্রতিবেশী, গরীব-মিসকীনদের দাওয়াত

www.pathagar.com

দিয়ে খাইয়ে সন্তান জন্মের সুসংবাদ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রচার করা, সন্তানের জন্য দোয়া কামনা করা আল্লাহর শোকর আদায় করা একটি ইসলামী রীতি। এটা ইসলামী সংস্কৃতিরও একটি অংশ। সন্তানের প্রতি এটা পিতা-মাতার একটি দায়িত্ব।

জন্মের পর সন্তানের কানে আযান দেয়া

সন্তান জন্মের সপ্তম দিনে আকীকাহ করার নিয়ম। বিভিন্ন হাদীস থেকে তা প্রমাণিত। কিন্তু সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার সাথে সাথে সর্বপ্রথম যে কাজটি করা প্রয়োজন তা হলো নবজাতকের কানে আযান দেয়া। রাসূলুল্লাহ স.-এর দৌহিত্র হযরত হাসান রা.-এর জন্মের পর রাসূল স. নিজে তাঁর কানে আযান ধ্বনি শুনিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে হযরত আবু রাফে'র বর্ণনা ঃ

رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَذَّنَ فِىْ اُذُنِ الْحُسَيْنِ حِيْنَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلٰوةِ - مسند، احمد ابو داود

"হযরত ফাতেমা যখন হাসানকে প্রসব করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ স.-কে তাঁর কানে নামাযের আযান শুনাতে আমি দেখেছি।"

নবজাতক শিশু পৃথিবীতে আল্লাহর নতুন মেহমান বা প্রতিনিধি। এভাবে আল্লাহ মানব সৃষ্টির ধারা অব্যাহত রেখেছেন। অন্য এক হাদীসে আছে প্রত্যেক শিশুই ইসলামের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে, তারপর তার বাবা-মা তাকে মুসলমান বা অন্য কিছু বানায়। তাই রাসূলুল্লাহ স. শিশুদের যত্ন নেয়া, তাদেরকে ভালভাবে লালন-পালন করা ও আদর-স্নেহ করার উপর তাগিদ দিয়েছেন। তিনি নিজেও শিশুদের খুব আদর যত্ন করতেন, স্নেহ করতেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফের একটি হাদীস ঃ

"হযরত আনাস রা. বলেন ঃ উম্মে সুলাইম যখন একটি পুত্র সন্তান প্রসব করলেন তখন তাকে রাসূলুল্লাহ স.-এর সামনে উপস্থিত করা হয় এবং তার সাথে কিছু খেজুরও পাঠানো হয়। তখন রাসূলুল্লাহ স. সে খেজুর নিজের মুখে নিয়ে ভালভাবে চিবিয়ে নরম করে তারপর নিজের মুখ থেকে বের করে তা শিশুর মুখে পুরে দিলেন এবং তার নাম রাখলেন 'আবদুল্লাহ'।"

সন্তানকে উপযুক্ত শিক্ষাদান করা

সন্তানের প্রতি বাবা-মায়ের প্রধান দায়িত্ব হলো তাদেরকে উপযুক্ত শিক্ষাদান করা ও সচ্চরিত্রবান করে গড়ে তোলা। এর দ্বারা দুনিয়াতে তারা

www.pathagar.com

যেমন মানুষের মত মানুষ হয়ে বাঁচতে পারে, মান-সম্মান নিয়ে চলতে পারে, আখেরাতেও তেমনি শান্তি ও নাজাত পেতে পারে। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا ـ التحريم : ٦

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকেও জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও।"

–সূরা আত তাহরীম ঃ ৬

উপরোক্ত আয়াতের প্রকৃত তাৎপর্য এই যে, জাহান্নামের আগুন থেকে নিজেকে ও পরিবারের সকলকে বাঁচাতে হলে ইসলাম অনুযায়ী জীবন গঠন এবং সেভাবে আমল করতে হবে। এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে প্রখ্যাত মুফাস্‌সির ইবনে জারীর তাবারী বলেন ঃ

فَعَلَيْنَا اَنْ نُعَلِّمَ اَوْلاَدَنَا الدِّيْنَ وَالْخَيْرَ وَمَالاَ يَسْتَغْنِىْ عَنْهُ مِنَ الْاَدَبِ

"আল্লাহর এ আদেশের প্রেক্ষিতে আমাদের কর্তব্য হচ্ছে আমরা আমাদের সন্তানদের দীন ইসলাম ও সমস্ত কল্যাণময় জ্ঞান এবং সচ্চরিত্রবান হবার শিক্ষা দেব।"

হযরত আলী রা. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন ঃ

عَلِّمُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمُ الْخَيْرَ وَاَدِّبُوْهُمْ ـ فتح القدير : ج ٥، ص ٢٤٦

"তোমরা নিজেরা শেখো ও পরিবারবর্গকে শেখাও সমস্ত কল্যাণময় রীতিনীতি ও তাদেরকে সেভাবে আমল করতে শেখাও।"

ছেলেমেয়েদেরকে সুশিক্ষিত করা, বিশেষত ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তাদেরকে উন্নত চরিত্রে অধিষ্ঠিত করা পিতা-মাতার দায়িত্ব। একজন পিতা তার সন্তানকে কীভাবে নসীহত করবেন, কী কী উপদেশ ও শিক্ষা দান করবেন আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং সূরা লুকমানে তা সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। একে একে এখানে তা উল্লেখ করা হলো।

প্রথম নসীহত ঃ

يٰبُنَىَّ لاَ تُشْرِكْ بِاللّٰهِ ط اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ○ ـ لقمان : ١٣

"হে পুত্র! আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না। নিশ্চয় শিরক অত্যন্ত বড় যুলুম।"–সূরা লুকমান ঃ ১৩

www.pathagar.com

দ্বিতীয় নসীহত ঃ

يٰبُنَيَّ اِنَّهَآ اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ اَوْ فِي السَّمٰوٰتِ اَوْ فِي الْاَرْضِ يَاْتِ بِهَا اللّٰهُ ط اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ○ - لقمان : ١٦

"হে পুত্র! কোনো কিছু (পাপ পূর্ণ)) যদি সরিষার পরিমাণও হয় এবং তা যদি থাকে শিলাগর্ভে অথবা আকাশে কিংবা মাটির নীচে, আল্লাহ তাও হাযির করবেন। আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী সকল কিছু সম্পর্কে ওয়াকিফহাল।"

এখানে আল্লাহ তা'আলার পরিচয় তুলে ধরে বলা হয়েছে যে, তিনি এত সূক্ষ্মদর্শী যে, বিশ্ব-জগতের সবকিছুই তাঁর নখদর্পণে। অতএব বান্দা কোনো কাজ প্রকাশ্যে করুক আর গোপনে করুক, ভাল করুক বা মন্দ করুক, সব খবরই তাঁর গোচরে রয়েছে এবং সকল কাজের পরিণতির ফল তিনি সকলকে দান করবেন। কেউ তাঁর নাগালের বাইরে যেতে পারবে না। একথা বলে লুকমান তাঁর পুত্রকে শিরক না করার ব্যাপারে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন। প্রত্যেক বাবা-মায়েরই উচিত এভাবে তাদের সন্তান-সন্ততিদেরকে সদুপদেশ দিয়ে তাদেরকে আল্লাহমুখী করে তোলা। অন্যথায় তাদের বিপথগামী হওয়া অস্বাভাবিক নয়, এবং সেক্ষেত্রে বাবা-মায়ের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন না করার জন্য আল্লাহ তা'আলা তাদেরকেও পাকড়াও করবেন।

তৃতীয় নসীহত ঃ

يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ -

"হে পুত্র, নামায কায়েম কর।"

আল্লাহর উপর ঈমান আনার পর বান্দার উপর দ্বিতীয় যে কাজটি অবশ্য করণীয় তা হলো নামায কায়েম করা। ঈমানের ক্ষেত্রে তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস করা বা আল্লাহর সাথে কোনো কিছু শরীক না করা যেমন অপরিহার্য, আমলের ক্ষেত্রে নামায হলো তেমনি এক অপরিহার্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। নামায মানুষকে সকল খারাপ চিন্তা, কর্ম ও আচরণ থেকে দূরে রাখে, আল্লাহর স্মরণকে দৃঢ় করে এবং সকল ভাল কাজে সৎ চিন্তা ও উত্তম আচরণে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। তাই মাতা-পিতার অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হলো ছেলেমেয়েদেরকে নামায শিখানো, নামায আদায়ে যথাযথভাবে তাদেরকে তাগিদ দেয়া।

www.pathagar.com

এক হাদীস অনুযায়ী ছেলে-মেয়েদের সাত বছর বয়স হলেই তাদেরকে নামাযের তাগিদ দিতে হবে এবং দশ বছর হলে জোর-জবরদস্তি করে হলেও নামায পড়াতে হবে, প্রয়োজনে খানাপিনা বন্ধ করে দিতে হবে। তবু নামায পড়াতেই হবে। বাবা-মায়ের এটা দায়িত্ব। এখানে জবরদস্তি করা বা খানাপিনা বন্ধ করার কথা বলে মূলত বিষয়ের গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে। নিজের সন্তানকে স্নেহ-আদর যত্ন দিয়ে চেষ্টা করলে সাত বছরের মধ্যেই নামায-কালাম শিখানো এবং পড়ানো কোনো কঠিন কাজ নয়। বিশেষত অল্প বয়সে শিশুদের মন থাকে কাদামাটির মতই নরম, তখন যেভাবে খুশী তাদেরকে শেখানো বা গড়ে তোলা যায়। হাদীসটি হলো এ রকম ঃ

مُرُوْا اَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلٰوةِ وَهُمْ اَبْنَاءُ سَبْعَ سِنِيْنَ وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ اَبْنَاءُ عَشْرَ سِنِيْنَ وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِى الْمَضَاجِعِ - ابو داود

"তোমরা তোমাদের সন্তান-সন্ততিদের নামায পড়তে আদেশ করো যখন তারা সাত বছর বয়স পর্যন্ত পৌঁছাবে এবং নামাযের জন্যেই তাদের মারধোর কর, শাসন কর যখন তারা হবে দশ বছর বয়স্ক। আর তখন তাদের জন্যে আলাদা আলাদা শয্যার ব্যবস্থা করাও কর্তব্য।"

সূরা ত্ব-হা-তেও সন্তান-সন্ততিদেরকে নামায শিক্ষা দেয়া এবং যাতে তারা আল্লাহর অনুগত থেকে সুস্থ-সুন্দর জীবন যাপন করতে পারে সেভাবে গড়ে তোলার জন্য বাবা-মার দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

وَاْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا -

"এবং তোমার পরিবারবর্গ ও সন্তান-সন্ততিদের নামায পড়বার জন্যে আদেশ করো এবং তা রীতিমত আদায় করায় তাদের অভ্যস্ত করে তোল। (যেন তারা আল্লাহর ভয়, আনুগত্য, নতি ও বিনয় সহকারে আল্লাহর বন্দেগী করার কাজে জীবন যাপন করার ব্যাপারে দৃঢ়তা ও স্থায়িত্ব বজায় রাখতে পারে এবং কখনই তা থেকে বিচ্যুত হয়ে না পড়ে।") ১৩২ আয়াত

চতুর্থ নসীহত ঃ

وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ -

"এবং ভাল কাজে আদেশ আর অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে বিরত রাখ।"

www.pathagar.com

পঞ্চম নসীহত ঃ

وَاصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ ط اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ -

"যা কিছু দুঃখ-কষ্ট লাঞ্ছনা আসবে এ কাজ করতে গিয়ে তা সব উদারভাবে বরদাশত করো, কেননা এটা এমন কাজ, যা সম্পন্ন করা একান্তই জরুরী ও অপরিহার্য।"

ষষ্ঠ নসীহত ঃ

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ -

"লোকদের প্রতি অহংকার প্রদর্শন করো না, অহংকার করে ঘৃণা করে লোকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না।"

সপ্তম নসীহত ঃ

وَلَا تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا ط اِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ -

"যমীনের উপর গর্ব-অহংকার স্ফীত হয়ে চলাফেরা করো না কেননা আল্লাহ যে কোনো অহংকারী ও গৌরবকারীকে মোটেই পসন্দ করেন না, তাতে সন্দেহ নেই।"

অষ্টম নসীহত ঃ

وَاقْصِدْ فِىْ مَشْيِكَ -

"মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে মাঝামাঝি ধরনের চালচলন অবলম্বন করো।"

নবম নসীহত ঃ

وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ط اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ -

"তোমার কণ্ঠধ্বনি নিচু করো, সংযত ও নরম করো কেননা সবচেয়ে ঘৃণ্য হচ্ছে গর্দভের কর্কশ আওয়াজ।"

নসীহত আকারে হযরত লুকমান তার প্রিয় পুত্রকে যে নয়টি মূল্যবান শিক্ষা দিয়েছেন তা যেমন মৌলিক তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেক বাবা-মায়েরই এরূপ শিক্ষা তাদের সন্তানকে দান করা প্রয়োজন। উপযুক্ত মানুষ হওয়ার জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের শান্তি, কল্যাণ ও মুক্তি পেতে হলে এ ধরনের শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। তাই আল্লাহ স্বয়ং হযরত লুকমানের মাধ্যমে সকল সন্তানের প্রতি এ বিশ্বজনীন শিক্ষা মানবজাতিকে দান করেছেন। অতএব প্রত্যেক পিতা-মাতাকেই সন্তানের প্রতি দায়িত্ব পালনে

www.pathagar.com

সচেতন ও অতিশয় যত্নশীল হতে হবে। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ স.-এর দুটি প্রসিদ্ধ হাদীস ঃ

مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا مِنْ نَحْلٍ اَفْضَلَ مِنْ اَدَبٍ حَسَنٍ۔

"কোনো পিতা-মাতা সন্তানকে উত্তম আদব-কায়দা ও স্বভাব-চরিত্র শিক্ষাদান অপেক্ষা ভাল কোনো দান দিতে পারে না।"

অন্য আরেকটি হাদীসের ভাষা এ রকম ঃ

اَكْرِمُوْا اَوْلَادَكُمْ وَاَحْسِنُوْا اٰدَابَهُمْ۔

"তোমাদের সন্তানদের সম্মান কর এবং তাদের ভাল স্বভাব চরিত্র শিক্ষা দাও।"

এভাবে ছেলেমেয়েদেরকে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা এবং তাদেরকে উত্তম স্বভাব-চরিত্র বিশিষ্ট করে তোলা বাবা-মায়ের পবিত্র দায়িত্ব। আল্লাহ ও রাসূল স.-এর পক্ষ থেকে এ দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। অতএব এ দায়িত্ব যাতে যথাযথভাবে পালন করা যায় সে ব্যাপারে সচেষ্ট হতে হবে। এর মধ্যে কিছু দায়িত্ব আছে যা ব্যক্তিগতভাবে পালন করা সম্ভব। আবার কিছু দায়িত্ব আছে যা পালনের জন্য সমষ্টিগত প্রচেষ্টা দরকার। যেমন আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা এবং সামাজিক পরিবেশ যদি অনুকূলে না হয় তাহলে শত ইচ্ছা ও প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বাবা-মায়ের পক্ষে দায়িত্ব পালন সর্বদা সম্ভব নাও হতে পারে। তাই প্রয়োজনে শিক্ষাব্যবস্থা ও সামাজিক পরিবেশ ইসলামানুগ করার জন্যও আমাদেরকে সর্বতোভাবে সচেষ্ট হতে হবে। এটা সমষ্টিগত চেষ্টার মাধ্যমেই সম্ভব। এককভাবে কারো পক্ষে শিক্ষাব্যবস্থা বা সামাজিক অবস্থায় পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়। তাই ইসলামী জীবন ব্যবস্থার জন্য ইসলামী সমাজ বা রাষ্ট্রব্যবস্থা অপরিহার্য। অতএব, ইসলামী সমাজ বা রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েমের জন্য প্রচেষ্টা চালানো প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরযে আইন বা অবশ্য কর্তব্য। এটা শুধু মুসলমানদের জন্য নয়, সকল মানুষের জন্যই কল্যাণকর। এ কল্যাণের কাজে অংশগ্রহণে অন্যদেরকেও উদ্বুদ্ধ করা মুসলমানের দায়িত্ব।

এভাবে সবদিক থেকে চেষ্টা অব্যাহত রাখার পরেও এ ব্যাপারে আল্লাহর রহমত প্রার্থনা করতে হবে। কেননা সবকিছু দেয়ার একমাত্র মালিক তো তিনিই এ ব্যাপারে প্রার্থনার ভাষাও আল্লাহ শিখিয়েছেন। এরশাদ হয়েছে ঃ

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا ○

www.pathagar.com

"এবং যারা প্রার্থনা করে, হে আমাদের রব! আমাদের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান কর যারা আমাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর হয়, আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্য আদর্শ স্বরূপ কর।"–সূরা আল ফুরকান ঃ ৭৪

আল্লাহ তা'আলার শেখানো এ দোয়া কত তাৎপর্যপূর্ণ। ঘরের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি যদি এমন হয় যে, তাদের দেখে চোখ জুড়িয়ে যায় অর্থাৎ তাদের আমল-আখলাক, স্বভাব-চরিত্র, জ্ঞান ও শিক্ষা যদি সুন্দর হয় তাহলে সেটা দেখে বাবা-মায়ের চেয়ে অধিক পরিতৃপ্ত আর কেউ হতে পারে না। সে পরিবারের চেয়ে সুখী পরিবার আর কী হতে পারে! পক্ষান্তরে স্ত্রী-সন্তান-সন্ততি যদি উপযুক্ত শিক্ষা ও আমল-আখলাক বিশিষ্ট না হয় তাহলে সে পরিবারে অশান্তি-দুর্ভোগ লেগেই থাকে। তাই বিয়ে করার সময় জ্ঞান-বুদ্ধি ও ভাল স্বভাব-চরিত্র বিশিষ্ট পাত্র বা পাত্রী দেখে বিয়ে করা উচিত। আবার সন্তান-সন্ততিদেরকে তেমনি উপযুক্তভাবে গড়ে তোলায় যত্নবান হওয়া উচিত। যত্নবান হওয়ার সাথে সাথে আল্লাহর নিকট তাদের জন্য সর্বদা দোয়া করাও কর্তব্য।

সন্তানের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব

সন্তানের জন্মের পর তার কানে আযান দেয়া, ভালো নাম রাখা, আকীকাহ দেয়া এবং উত্তম শিক্ষাদান ও সুন্দর আমল-আখলাক শিক্ষা দেয়ার সাথে সাথে তার ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করাও বাবা-মায়ের কর্তব্য সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ

كَفٰى بِالْمَرْءِ اِثْمًا اَنْ يُّضَيِّعَ مَنْ يَّقُوْتُ-

"যাদের ওপর কারো ভরণ-পোষণের দায়িত্ব বর্তে তারা যদি তা যথাযথভাবে পালন না করে তাদের অসহায়ভাবে ছেড়ে দেয়, তাহলে এতেই তার বড় গুনাহ হবে।"

স্বামীর ওপর তার স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির ভরণ-পোষণের দায়িত্ব। সন্তান বালেগ না হওয়া পর্যন্ত বা উপার্জনক্ষম না হওয়া পর্যন্ত তার পিতাই তার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পালন করবে—এই হলো ইসলামের বিধান। এ দায়িত্ব পালন না করলে তারা অসহায় হয়ে পড়বে, যে কোনোভাবে ধ্বংসও হয়ে যেতে পারে। তাই এ দায়িত্ব পালন না করা মস্তবড় গুনাহ। অন্য একটি হাদীস ঃ

كَفٰى بِالْمَرْءِ اِثْمًا اَنْ يَّحْبِسَ عَمَّنْ تَمْلِكُ قُوْتَهُ - مسلم

www.pathagar.com

"যার ওপর কারো খাওয়া-পরার দায়িত্ব, সে যদি তা বন্ধ করে দেয়, তাহলে এটাই তার বড় গুনাহ হওয়ার জন্য যথেষ্ট।"

স্ত্রী-পুত্র, পরিবার-পরিজনের জন্য যে অর্থ ব্যয় করা হয়, ইসলামের দৃষ্টিতে সেটাই সর্বোত্তম ব্যয়। এমন কি, জিহাদের জন্য যে অর্থ ব্যয় করা হয় তার চেয়েও উত্তম। নীচে উদ্ধৃত হাদীসটিতে গুরুত্ব অনুসারে ব্যয়ের যে ক্রম নির্ধারণ করা হয়েছে তা থেকে এটা উপলব্ধি করা যায়। হাদীসটি এরূপ ঃ

وَاَفْضَلُ دِيْنَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلٰى عِيَالِهِ وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلٰى فَرَسِهِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلٰى اَصْحَابِهِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ـ

"মানুষ যে অর্থ ব্যয় করে, তার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হচ্ছে সেটি যা সে ব্যয় করে তার পরিবারবর্গের জন্য, যা সে ব্যয় করে জিহাদের ঘোড়া সাজাবার জন্য এবং যা সে ব্যয় করে জিহাদের পথে সঙ্গী-সাথীদের জন্য।"

সন্তানদের মধ্যে সুবিচার প্রতিষ্ঠা

সকল ক্ষেত্রে সকল সন্তান-সন্ততির মধ্যে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা পিতা-মাতার কর্তব্য। আদর-স্নেহের ব্যাপারে, খাওয়া-পরা, লেখা-পড়া, চিকিৎসা বা কোনো কিছু দেয়ার ব্যাপারে সকল সন্তান-সন্ততিকে একই দৃষ্টিতে দেখা উচিত। অনেক বাবা-মা তাদের সব ছেলেমেয়েকে একই দৃষ্টিতে দেখেন না। এটা অন্যায়, এ রকম হওয়া অনুচিত। এতে ছেলেমেয়েদের অনুভূতি ও মানসিকতায় বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, যেটা তাদের স্বাভাবিক বেড়ে ওঠার পথে বিঘ্ন ঘটায়। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ স.-এর সুস্পষ্ট নির্দেশ ঃ

اِعْدِلُوْا بَيْنَ اَبْنَائِكُمْ ، اِعْدِلُوْا بَيْنَ اَبْنَائِكُمْ ، اِعْدِلُوْا بَيْنَ اَبْنَائِكُمْ ـ

مسند احمد، ابو داود، نسائى

"তোমরা তোমাদের সন্তান-সন্ততির মধ্যে সুবিচার কর, তোমরা তাদের মধ্যে ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠা কর, তোমার তাদের মধ্যে ইনসাফ কায়েম কর।"–মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ, নাসাঈ।

সাহাবী নুমান ইবনে বশীর রা. বলেন, তাঁর পিতা তাঁকে সাথে নিয়ে রাসূলুল্লাহ স.-এর নিকট হাযির হয়ে বললেন, আমি আমার এই পুত্রকে

www.pathagar.com

একটি ক্রীতদাস দান করেছি। রাসূলুল্লাহ স. তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সবগুলো সন্তানকে কি এভাবে একটি ক্রীতদাস দান করেছ ?' জবাবে তিনি বললেন, 'না'। তখন রাসূল স. বললেন, 'এ দান তুমি ফিরিয়ে নাও।' হাদীসটির ভাষা এ রকম ঃ

اِنِّىْ نَحَلْتُ ابْنِىْ هٰذَا غُلَامًا ، اَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هٰذَا - فَارْجِعْهُ

অন্য এক হাদীস ঃ

سَوُّوْا بَيْنَ اَوْلَادِكُمْ فِى الْعَطِيَّةِ -

"দানের ব্যাপারে তোমাদের সন্তানদের মধ্যে পূর্ণ সমতা বজায় রাখ।"

সন্তানদেরকে একভাবে দেখা, তাদেরকে দেয়ার ব্যাপারে বৈষম্যমূলক আচরণ না করা, একজনের তুলনায় অন্য জনের প্রতি কোনোরূপ পক্ষপাতমূলক মনোভাব প্রদর্শন না করার নির্দেশ দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ স.। এরূপ বৈষম্যমূলক আচরণ ও মনোভাব প্রদর্শন করলে সন্তানদের পরস্পরের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ ও অস্বাভাবিক আচরণ পরিলক্ষিত হতে পারে। ফলে তাদের পরস্পরের সম্পর্কের অবনতি ঘটবে। পরিণামে পরিবারে অশান্তি, কলহ-বিবাদ সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এ সম্পর্কে একটি হাদীসের উল্লেখ করা যায়। ছেলেমেয়েদের প্রতি পক্ষপাতমূলক আচরণ সম্পর্কে একবার জনৈক সাহাবীর এক প্রশ্নের উত্তরে রাসূলুল্লাহ স. তাঁকে প্রশ্ন করেন ঃ

اَيَسُرُّكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا لَكَ فِى الْبِرِّ سَوَاءً ؟

"তোমার সাথে তোমার সব সন্তান সমান ভাল ব্যবহার করলে তাতে কি তুমি খুশী হবে না ?"

এর জবাবে সাহাবী জবাব দিলেন ঃ

فَلَا اِذَنْ -

"হ্যাঁ, অবশ্যই।"

তখন রাসূলুল্লাহ স. বললেন ঃ

فَالْحَقُّ اَنَّ التَّسْوِيَةَ وَاجِبَةٌ وَاَنَّ التَّفْضِيْلَ مُحَرَّمٌ -

نيل الاوطار ج/٢، ص ١١٢

www.pathagar.com

"তাহলে সন্তানদের কোনো একজনকে অন্যজনের তুলনায় বেশী দেয়ার অনুমতি দেয়া যেতে পারে না।"–মুসলিম শরীফ

সাধারণভাবে সন্তান-সন্ততি সমান দৃষ্টিতে দেখা, সব ব্যাপারে তাদের সাথে ন্যায়ানুগ ও সুবিচারপূর্ণ আচরণ করা ইসলামের শিক্ষা। তবে পুত্রের চেয়ে কন্যা সন্তানের প্রতি অধিক সুদৃষ্টি দেয়ার কথাও ইসলাম বলেছে। বাস্তবতার আলোকে এটা অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত ও মানবিক বলেই প্রতীয়মান হয়। মেয়েদের দৈহিক গঠন, তাদের ইজ্জত-আব্রু, সামাজিক পরিবেশ ইত্যাদি কারণে তারা বাবা-মার নিকট একটু অধিক সুদৃষ্টি দাবি করতে পারে। তাদেরকে দেখে-শুনে রাখার জন্য বাবা-মাকে একটু অতিরিক্ত নযরদারী করতে হয়। বিয়ের পর মেয়েরা সাধারণত স্বামীর ঘরে চলে যায়। এদিক থেকে মেয়েরা বাবা-মায়ের ঘরে অনেকটা মেহমানের মত। মেহমানরা স্বভাবতই একটু বেশী আদর-আপ্যায়ন পাওয়ার অধিকারী। ইসলামী বিধান সেটাই আমাদেরকে শিখিয়েছে।

তাছাড়া নারী জাতি সকল দেশে, সকল কালে সর্বদা অবহেলা ও নিগ্রহ পেয়ে এসেছে। কিন্তু ইসলাম তাদেরকে দিয়েছে ন্যায্য মানবিক অধিকার। প্রকৃতগতভাবে ছেলেরা বড় হওয়ার সাথে সাথে তাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব তারাই নিতে পারে। অন্যদিকে, মেয়েরা যত বড় হয় তাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে বাবা-মাকে তত বেশী সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। উপযুক্ত পাত্রের সাথে বিয়ে না দেয়া পর্যন্ত মেয়েদের দেখাশুনার দায়িত্ব পুরোপুরি বাবা-মায়ের উপরই থাকে। বাবা-মায়ের উপর কন্যা-সন্তানদের প্রতি কিছুটা অতিরিক্ত হক বা দায়িত্ব রয়েছে এজন্য তাদের উপযুক্ত পুরস্কার রয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর রাসূল স. বলেন ঃ

وَمَنِ ابْتُلِىَ مِنْ هٰذِهِ الْبَنَاتِ شَيْئًا فَاَحْسَنَ اِلَيْهِنَّ كُنَّ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ -

بخارى، مسلم

"যে লোককে কন্যা সন্তান দিয়ে পরীক্ষায় ফেলা হবে, সে যদি তাদের প্রতি ভাল ব্যবহার করে তবে এটাই তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবে।"–বুখারী, মুসলিম

এ প্রসঙ্গে আরো কয়েকটি সুপ্রসিদ্ধ হাদীস নীচে উদ্ধৃত হলো ঃ

আল্লাহর রাসূল স. বলেন ঃ

www.pathagar.com

مَنْ عَادَلَ ثَلاَثَ اَخَوَاتٍ اَوْ اُخْتَيْنِ اَوْ بِنْتَيْنِ فَاَدَّبَهُنَّ وَاَحْسَنَ اِلَيْهِنَّ وَزَوَّجَهُنَّ فَلَهُ الْجَنَّةُ ـ

"যে ব্যক্তি তিন কন্যা বা তিন বোন অথবা দুই কন্যা বা দুই বোন লালন-পালন করে, তাদের ভাল আমল-আখলাক শিক্ষা দিয়ে, তাদের প্রতি ভাল ব্যবহার করে তাদের বিয়ে-শাদীর ব্যবস্থা করে দেবে তার জন্য রয়েছে জান্নাত।"

مَنْ عَادَلَ جَارِيَتَيْنِ حَتّٰى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَنَا وَهُوَ وَضَمَّ اَصَابِعَهُ

"যে ব্যক্তি দু'জন কন্যা সন্তানের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পালন করবে তাদের পূর্ণ বয়স্ক হওয়া পর্যন্ত, কিয়ামতের দিন সে এবং আমি এক সাথে থাকব।"–মুসলিম

কিয়ামতের দিন রাসূলুল্লাহ স.-এর সঙ্গী হতে পারার চেয়ে বড় সৌভাগ্য ও আনন্দের বিষয় আর কিছুই হতে পারে না। দুই কন্যা-সন্তানের বাবা-মায়ের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে কত বড় নিয়ামত রাখা হয়েছে, তা ভাবলে কন্যা সন্তানের জন্মকে কেউ অভিশাপ হিসাবে নেবে না, বরং সৌভাগ্য হিসাবে গ্রহণ করে কন্যাদের যথারীতি আদর যত্ন করবে। এ সম্পর্কে আরেকটি হাদীস ঃ

مَنْ كَانَتْ لَهُ اُنْثٰى فَلَمْ يَئِدْهَا وَلَمْ يُهِنْهَا وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ يَعْنِى الذُّكُوْرَ عَلَيْهَا اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ ـ ابو داود

"কন্যা-সন্তান লাভের পর সে যদি তাকে জীবন্ত দাফন না করে এবং তার তুলনায় পুত্র-সন্তানকে অগ্রাধিকার না দেয় তাহলে আল্লাহ তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন।"–আবু দাউদ

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, জাহিলিয়াতের যুগে আরব দেশে কন্যা-সন্তানের জন্মকে অমর্যাদাকর মনে করা হতো। এজন্য অনেকে জন্মের পর পরই কন্যা সন্তানকে জীবন্ত দাফন করে ফেলতো। এখানে সে বিষয়ের প্রতিই ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া, সে সমাজে পুত্র ও কন্যাদের মধ্যে পার্থক্য করা হতো। কন্যারা ছিল সবসময় অবহেলিত-অবজ্ঞাত। মেয়েরা বাবার সম্পত্তির অংশীদার হতো না। নানাভাবে নিগৃহীত হতো। এখানে সে বিষয়ের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং মেয়েদের প্রতি এসব

www.pathagar.com

অন্যায়-অবিচার, অপমান-অবহেলা-যুলুমের অবসান ঘটিয়ে তাদের প্রতি ন্যায়ানুগ আচরণ করতে বলা হয়েছে এবং সেজন্য তাদেরকে উপযুক্ত পুরস্কার অর্থাৎ জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে।

অন্য আরো একটি হাদীস ঃ

اَلاَ اَدُلُّكَ عَلٰى اَفْضَلِ الصَّدَقَةِ ؟ اِبْنَتُكَ مَرْدُوْدَةٌ اِلَيْكَ لَيْسَ لَهَا كَاسِبٌ غَيْرُكَ - ابن ماجة

"তোমাকে সর্বোত্তম দানের কথা বলবো কি ? তা হলো, তোমার কন্যাকে যদি তোমার নিকট ফিরিয়ে দেয়া হয়। (অর্থাৎ তালাক দেয়া হয়) এবং তখন তুমি ছাড়া তার যদি আর কেউ উপার্জনক্ষম না থাকে, তাহলে তখন তার প্রতি তোমার কর্তব্য হবে (অর্থাৎ ভরণ-পোষণ) অতি উত্তম সাদকা।"–ইবনে মাযা

উপরোক্ত হাদীসসমূহে কন্যা সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনের কথা বলা হয়েছে। বাস্তবতার দিক থেকে এবং মানবতার বিচারে এটা অত্যন্ত সুষম ও ন্যায়ানুগ বিধান সন্দেহ নেই।

সন্তান-সন্ততি বাবা-মায়ের নিকট সবেচেয়ে আদরণীয়, পৃথিবীর সকল কিছুর তুলনায় অধিক মূল্যবান ও পরম কাঙ্ক্ষিত। আল্লাহ তা'আলা এদেরকে আমাদের নিকট মহান নিয়ামত ও মূল্যবান আমানত হিসেবে প্রেরণ করেন। অতএব, আমাদের অর্থাৎ পিতা-মাতার কর্তব্য হলো তাদেরকে যথাযথভাবে লালন-পালন করে, উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে, উত্তম স্বভাব-চরিত্রবিশিষ্ট করে গড়ে তোলা। এতে সন্তানের যেমন কল্যাণ, পিতা-মাতারও তেমনি চক্ষু শীতল হয় এবং সমাজও নানাভাবে উপকৃত হয়। কেননা, সন্তান-সন্ততি যেমন দুনিয়ায় বাবা-মায়ের সবচেয়ে বড় সম্পদ, সমাজের জন্যও তেমনি তারা অতি মূল্যবান মানব-সম্পদ। তাই তাদের যথাযথ উন্নয়নে বাবা-মা যেমন উপকৃত হয় সমাজও তেমনি উপকৃত হয়।

পক্ষান্তরে ছেলে-মেয়েদের ঠিকমত লালন-পালন না করলে, তাদেরকে উপযুক্ত শিক্ষা-দিক্ষা না দিলে এবং উত্তম স্বভাব-চরিত্র বিশিষ্ট করে গড়ে না তুললে তাদের জীবন বরবাদ হয়, পিতা-মাতার জীবনে অশেষ দুঃখ কষ্ট নেমে আসে এবং ঐ সব সন্তানেরা সমাজের জন্য দুর্বহ বোঝা ও জঞ্জাল হিসেবে পরিগণিত হয়। তাই সংশ্লিষ্ট সকলের ছেলেমেয়েদেরকে শিশুকাল থেকে উপযুক্তভাবে গড়ে তোলার জন্য পিতা-মাতার যেমন সচেষ্ট হওয়া

www.pathagar.com

উচিত সমাজের বা রাষ্ট্রেরও তেমনি উপযুক্ত পরিবেশ প্রদান ও সুস্থ সামাজিক কাঠামো শিক্ষা-দীক্ষার প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা বিনির্মাণ ও সৃষ্টিতে কার্যকর ভূমিকা পালন করা আবশ্যক।

পিতা-মাতার এ দায়িত্ব পালনে ইসলাম যেমন তাগিদ দিয়েছে আবার তেমনি এ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করলে পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি সকলের জন্য মহা আনন্দের সুসংবাদও প্রদান করছে। এরশাদ হয়েছে ঃ

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا اَلَتْنٰهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ ط كُلُّ امْرِىءٍ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ ○ الطور : ٢١

"এবং যারা ঈমান আনে আর তাদের সন্তান-সন্ততি ঈমান আনার ক্ষেত্রে তাদের অনুগামী হয়, তাদের সাথে মিলিত করব তাদের সন্তান-সন্ততিকে এবং তাদের কর্মফল আমি কিছুমাত্র হ্রাস করবো না। প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী।"–সূরা আত তূর ঃ ২১

আবার সন্তান-সন্ততির প্রতি অতিরিক্ত মায়া করে আল্লাহকে ভুলে না যায়, সে ব্যাপারেও আল্লাহ তাঁর বান্দাহকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেন ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ○ المنفقون : ٩

"হে মুমিনগণ! তোমাদের ঐশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল না করে—যারা গাফিল হবে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।"–সূরা মুনাফিকূন ঃ ৯

অতএব মধ্যপন্থা অবলম্বন করাই সর্বোত্তম পন্থা। অর্থাৎ সন্তান-সন্ততির জন্য মায়া-মহব্বত অবশ্যই থাকতে হবে। কিন্তু তাদের মহব্বতে আল্লাহর স্মরণে গাফিল হওয়া চলবে না। সন্তান-সন্ততির জন্য ধন-সম্পদ উপার্জন ও সঞ্চয়ের আকাঙ্ক্ষা যেন আখেরাতের চিন্তাকে মন থেকে অপসারিত করে না দেয়। এজন্য ঈমানদারকে অবশ্যই সংযম ও ভারসাম্যপূর্ণ মনোভাব প্রদর্শন করতে হবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ। আল্লাহ বলেন ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ ج وَاِنْ تَعْفُوْا وَتَصْفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○ اِنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ

www.pathagar.com

وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ط وَاللّٰهُ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ○ فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَاَنْفِقُوْا خَيْرًا لِاَنْفُسِكُمْ ط وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○ التغابن : ١٤-١٦

"হে মুমিনগণ! তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের শত্রু, অতএব তাদের সম্পর্কে তোমরা সতর্ক থাক। তোমরা যদি তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা কর এবং তাদের ক্ষমা কর, তবে জেনে রাখ, আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো তোমাদের জন্য পরীক্ষা, আল্লাহরই নিকট রয়েছে মহাপুরস্কার। তোমরা আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় কর, শুন, আনুগত্য কর ও ব্যয় কর তোমাদের নিজেদেরই কল্যাণে, যারা অন্তরের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম।"–সূরা আত তাগাবুন ঃ ১৪-১৬

উপরে সংক্ষেপে কুরআন-হাদীসের আলোকে সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। এর দ্বারা এটা সুস্পষ্ট হলো যে, সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া থেকে তার বালেগ হওয়া পর্যন্ত এবং কন্যা-সন্তানের বেলায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে বালেগ হওয়ার পরে এমনকি, বিয়ে হওয়ার পরেও (তালাক ইত্যাদি ক্ষেত্রে) পিতা-মাতার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা কর্তব্য। এ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমেই সন্তানের জীবন সুষ্ঠু-সুন্দরভাবে গড়ে উঠতে পারে, পরিবারে শান্তি-স্বস্তি সৃষ্টি হতে পারে, সমাজে সুখ-শান্তি-নিরাপত্তা নিশ্চিত হতে পারে। বর্তমানে যুব-সমাজে অস্থিরতা উচ্ছৃংখলতা এবং নানারূপ উদ্বেগজনক অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে তা সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন না করার কারণেই হচ্ছে। এ সম্পর্কে পিতা-মাতার যেমন সচেতন হওয়ার প্রয়োজন, সমাজ বা রাষ্ট্রেরও এক্ষেত্রে তেমনি যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করা কর্তব্য। সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টাতেই আমাদের সন্তান-সন্ততি—যারা আমাদের পরিবার, সমাজ ও জাতির ভবিষ্যত ও মহামূল্যবান মানব-সম্পদ, তাদের বর্তমান ও ভবিষ্যত উভয়কেই নিরাপদ করা যেতে পারে।

❐

www.pathagar.com

মাতা-পিতার প্রতি সন্তানের হক

সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার হক সম্পর্কে আলোচনার পর এবারে পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের হক বা দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করার প্রয়াস পাব।

আমরা প্রত্যেকেই দুনিয়ায় জন্মগ্রহণ করেছি পিতা-মাতার মাধ্যমে, অর্থাৎ পিতার ঔরসে ও মায়ের গর্ভে। অতএব জন্মদাতা পিতা ও জন্মদাত্রী মায়ের সাথে আমাদের সম্পর্ক যেমন ঘনিষ্টতম তাঁদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব-কর্তব্যও তেমনি অপরিসীম। আমাদের জীবনে তাঁদের ঋণ অপরিশোধ্য। এ সম্পর্কে মহান স্রষ্টা আল্লাহর পক্ষ থেকে এরশাদ হয়েছে ঃ

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ـ

"আর তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না। এবং মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার কর।"-সূরা আন নিসা ঃ ৩৬

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্টভাবে বলেন, ইবাদাত করতে হবে একমাত্র আল্লাহর এবং তাঁর সাথে আর কাউকে শরীক করা যাবে না। যেহেতু স্রষ্টা তিনি, পালনকর্তাও তিনি, এ কাজে তিনি সম্পূর্ণ একক ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। অতএব, তাঁর সাথে আর কাউকে শরীক করার কোনোই যুক্তি নেই।

ইবাদাত ব্যাপক অর্থবোধক একটি শব্দ। সংক্ষেপে, নিরঙ্কুশ আনুগত্য এবং সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুম-বিধান মানার নামই ইবাদাত। কালেমা, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত আল্লাহর বিধান। অতএব, তা আদায় করা ইবাদত। হালাল-হারামের ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা মান্য করাও ইবাদাত। ব্যক্তিগত আচার-আচরণ, বাবা-মা, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী বা সমাজের অন্যান্য মানুষের সাথে আচার-আচরণের ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান মেনে চলার নাম ইবাদাত। ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনৈতিক কায়-কারবার, সামাজিক বিধান, বিচার ও আইনের ক্ষেত্রে তথা সামগ্রিক জীবনব্যবস্থায় আল্লাহর বিধান মেনে চলার নাম ইবাদাত। সাহিত্য-সংস্কৃতি-শিল্পের চর্চা, সুকুমার বৃত্তির বিকাশ, উৎসব-আনন্দের আয়োজন আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম-বিধান মুতাবিক করা ইবাদাত। অর্থাৎ জীবনের সর্বক্ষেত্রে, সকল কাজ ও চিন্তায় আল্লাহর হুকুম মানাই ইবাদাত।

www.pathagar.com

এসব ক্ষেত্রে অন্য কারো হুকুম মানা, অন্য কারো বিধান কার্যকর করা বা আল্লাহর বিধানের বিপরীত কোনো ব্যবস্থা চালু করা শিরক বা আল্লাহর সাথে শরীক করার নামান্তর। অতএব, তা সর্বতোভাবে ও সচেতনভাবে পরিত্যাজ্য।

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহর ইবাদাত করার পরেই মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এর দ্বারা এ বিষয়ের গুরুত্ব সহজেই উপলব্ধি করা যায়। মনে রাখতে হবে যে, এটা আল্লাহর হুকুম। অতএব তা নিঃসংকোচে মেনে নেয়া ও প্রতিপালন করাও ইবাদাত।

আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ط اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ○ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا ○ - بنى اسرائيل : ٢٣-٢٤

"তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন তিনি ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত না করতে ও পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে। তাদের একজন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে উফ্ (বিরক্তি অবজ্ঞা বা উপেক্ষা না করা) বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না, তাদের সাথে বলো সম্মানসূচক নম্র কথা। মমতাসহ তাদের প্রতি নম্রতার পক্ষপুট অবনমিত করে বলো, "হে আমার প্রতিপালক ! তাদের প্রতি দয়া করো যেভাবে শৈশবে তাঁরা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন।"

–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৩-২৪

উপরোক্ত আয়াতদ্বয় আল্লাহর ইবাদাত করার সাথে সাথে মা-বাবার সাথে কিরূপ ব্যবহার করতে হবে স্পষ্ট ভাষায় তা বলে দেয়া হয়েছে। বার্ধক্যে উপনীত হওয়ার পর মা-বাবা শারীরিকভাবে অনেকে অক্ষম ও মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েন। এ সময় সন্তানদের উচিত তাঁদের ঠিকমত দেখাশোনা করা, তাদের সাথে এমন কোনো আচরণ না করা যাতে তাঁরা মানসিকভাবে কষ্ট পায়। তাঁদের সাথে নম্রভাবে সম্মানসূচক ব্যবহার করা কর্তব্য। মা-বাবার মৃত্যুর পরেও তাঁদের জন্য সর্বদা আল্লাহর নিকট দোয়া করা সন্তানের কর্তব্য। এ দোয়ার হৃদয়গ্রাহী সুন্দর ভাষাও আল্লাহ স্বয়ং উপরোক্ত আয়াতে তাঁর বান্দাকে শিখিয়ে দিয়েছেন।

www.pathagar.com

এ সম্পর্কিত আরো কয়েকটি আয়াত নীচে উদ্ধৃত হলো ঃ

لاَتَعْبُدُوْنَ اِلاَّ اللّٰهَ ق وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ـ البقرة : ٨٣

"আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদাত করো না—পিতা-মাতার সাথে অবশ্যই ভাল ব্যবহার করবে।"–সূরা আল বাকারা ঃ ৮৩

অন্যত্র আল্লাহ বলেন ঃ

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ط ـ العنكبوت : ٨

"আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করতে।"–সূরা আনকাবুত ঃ ৮

আল্লাহ বলেন ঃ

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسنًا ط حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا ط وَحَمْلُهٗ وَفِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا ط حَتّٰى اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً لا قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰهُ وَاَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ ج اِنِّيْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ○

"আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে গর্ভে ধারণ করে কষ্টের সাথে এবং প্রসব করে কষ্টের সাথে, তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও তার স্তন্য ছাড়াতে লাগে ত্রিশ মাস, ক্রমে সে পূর্ণ শক্তি লাভ করে এবং চল্লিশ বছরে উপনীত হবার পর বলে, হে আমার প্রতিপালক ! তুমি আমাকে সামর্থ্য দান কর যাতে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, আমার প্রতি ও আমার পিতা-মাতার প্রতি তুমি যে অনুগ্রহ করেছ, তার জন্য এবং যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি যা তুমি পসন্দ কর, আমার জন্য আমার সন্তান-সন্ততিদেরকে সৎকর্মপরায়ণ কর, আমি তোমারই অভিমুখী হলাম এবং আত্মসমর্পণ করলাম।"–সূরা আল আহ্কাফ ঃ ১৫

উপরোক্ত আয়াতে সন্তানের জন্মদানে বাবা-মায়ের বিশেষ করে মায়ের ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এখানে পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দেয়ার সাথে সাথে মা তাঁর

www.pathagar.com

সন্তানকে কত কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেন, বুকের দুধ পান করিয়ে ধীরে ধীরে বড় করেন, এবং বড় হবার পর প্রকৃত মুমিন যারা তারা আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে নিজের জন্য, মাতা-পিতার জন্য, সন্তান-সন্ততির জন্য দোয়া করতে থাকে, এবং একান্ত অনুগতভাবে সকৃতজ্ঞ চিত্তে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করে। এই হলো মু'মিনের কাজ। প্রকৃত মু'মিন শুধু নিজের জন্য নয়, মাতা-পিতা, সন্তান-সন্ততি সকলের জন্যই আল্লাহর নিকট দোয়া করে, সৎকর্মশীল হওয়ার চেষ্টা করে ও একান্তভাবে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পিত হয়।

সূরা লুকমানেও আল্লাহ শিরক না করার নির্দেশ দিয়ে মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করার কথা বলেছেন। এরশাদ হয়েছে ঃ

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ج حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصٰلُهٗ فِىْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْلِىْ وَلِوَالِدَيْكَ ط اِلَىَّ الْمَصِيْرُ○

"আমি তো মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। মা তার সন্তানকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করে এবং তার দুধ ছাড়ান হয় দুই বছর বয়সে। সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট।"

–সূরা লুকমান ঃ ১৪

উপরোক্ত আয়াতে মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার পরই মাতা-পিতার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এবং এ ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়ে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তন তো অবশ্যম্ভাবী। অর্থাৎ তখন বান্দার সকল কৃতকর্মের পুঙখানুপুঙখ হিসেব নেয়া হবে। এর দ্বারা আল্লাহর নির্দেশের গুরুত্ব অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

মাতা-পিতার হক সম্পর্কে কতিপয় হাদীস

মাতা-পিতার হক সম্পর্কে মহান আল্লাহ আল কুরআনে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। উপরে সে সম্পর্কিত কতিপয় আয়াত পেশ করার পর এ সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল স.-এর কতিপয় হাদীস নীচে উদ্ধৃত হলো ঃ

রাসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ

اَلْوَلَدُ اَوْسَطُ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَحَافِظْ اِنْ شِئْتَ اَوْ ضَيِّعْ - مسند احمد، ترمذى، ابن ماجة، حاكم

www.pathagar.com

"পিতা জান্নাতে দাখিল হওয়ার মাধ্যম। অতএব, তুমি চাইলে সে মাধ্যম অবলম্বন করতে পার, সে মাধ্যম রক্ষা করতে পার (পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করে), আর চাইলে তা নষ্টও করে দিতে পার।"

অন্য হাদীসে আছে ঃ

رَضَاءُ اللّٰهِ فِيْ رِضَاءِ الْوَالِدِ وَسَخَطُ اللّٰهِ فِيْ سَخَطِ الْوَالِدِ ـ

ترمذى، حاكم

"আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ পিতার সন্তুষ্টির উপর নির্ভর করে, আর আল্লাহর অসন্তুষ্টি-আক্রোশ ও ক্রোধ পিতার অসন্তুষ্টির কারণে হয়ে থাকে।"

অন্য এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ স.-কে জিজ্ঞেস করা হয় ঃ

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا حَقُّ الْوَالِدَيْنِ عَلٰى وَلَدِهِمَا ـ

"হে আল্লাহর রাসূল! সন্তানের উপর তার পিতা-মাতার অধিকার কী ?"

জবাবে রাসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ

هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ ـ

"তাঁরা দুজনই হচ্ছে তোমার জান্নাত ও তোমার জাহান্নাম (অর্থাৎ পিতা-মাতার সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির উপর সন্তানের জান্নাত বা জাহান্নামে যাওয়া নির্ভর করে)।"

রাসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ

مَنْ اَصْبَحَ لِلّٰهِ مُطِيْعًا فِيْ وَالِدَيْهِ اَصْبَحَ لَهُ بَابَانِ مَفْتُوْحَانِ مِنَ الْجَنَّةِ وَاِنْ كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا وَمَنْ اَمْسٰى عَاصِيًا لِلّٰهِ فِيْ وَالِدَيْهِ اَصْبَحَ لَهُ بَابَانِ مَفْتُوْحَانِ مِنَ النَّارِ وَاِنْ كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا ـ

"যে ব্যক্তি পিতা-মাতার ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশের অনুবর্তী হয় (অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশ মত পিতা-মাতার খেদমত করে) তার জন্য জান্নাতের দুটি দরজা খুলে যাবে। একজন হলে (অর্থাৎ পিতা অথবা মাতা এদের যে কোনো একজনের খেদমত করে থাকলে) একটি দরজা খুলে যাবে। আর যদি কেউ পিতা-মাতার ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশ না মানে তবে তার জন্য জাহান্নামের দুটো দরজাই খুলে যাবে, আর একজন হলে একটি

www.pathagar.com

দরজা। একথা শুনে জনৈক সাহাবা জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! পিতা-মাতা যদি সন্তানের ওপর যুলুম করে আর তার ফলে সন্তানরা যদি অবাধ্য হয় বা তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তবু কি সন্তানদের জাহান্নামে যেতে হবে ?"

এর জবাবে রাসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ

وَاِنْ ظَلَمَاهُ وَاِنْ ظَلَمَاهُ ـ

"হ্যাঁ, পিতা-মাতা যদি সন্তানের উপর যুলুম করে, তবু তাদের অবাধ্য হলে জাহান্নামে যেতে হবে।"

হযরত আবু বকর রা. বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ

كُلُّ الذُّنُوْبِ يَغْفِرُ اللّٰهُ مِنْهَا مَا يَشَاءُ اِلاَّ عُقُوْقَ الْوَالِدَيْنِ فَاِنَّهُ يَجْعَلُ لِصَاحِبِهِ فِى الْحَيَاةِ قَبْلَ الْمَمَاتِ ـ

"আল্লাহ তা'আলা চাইলে যত গুনাহ এবং যে কোনো গুনাহ মাফ করে দেবেন। তবে পিতা-মাতার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ ও তাদের অবাধ্য হলে তিনি তা মাফ করবেন না। কেননা, এর শাস্তি মৃত্যুর আগে দুনিয়াতেই শীঘ্রই সম্পন্ন করা হবে।"

আরেকটি হাদীস অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ স.-কে জিজ্ঞেস করা হয় ঃ

اَىُّ الْعَمَلِ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى ؟

"আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে প্রিয় আমল কোন্‌টি ?"

জবাবে রাসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ

الصَّلٰوةُ عَلٰى وَقْتِهَا ـ

"ঠিক সময় মত নামায আদায় করা।"

এরপর কোন্ কাজ আল্লাহর নিকট অধিক পসন্দনীয় ? একথার জবাবে রাসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ অর্থাৎ পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার করা।"

হযরত আবুদ দারদা রা. থেকে বর্ণিত একটি হাদীস ঃ

عَنْ مُعَاذٍ رَضِىَ اَوْصَانِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِعَشْرِ كَلِمَاتٍ قَالَ لاَتُشْرِكْ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَاِنْ قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ وَلاَ تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَاِنْ اَمَرَاكَ اَنْ تَخْرُجَ

www.pathagar.com

مِنْ اَهْلِكَ وَمَالِكَ وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلٰوةً مَّكْتُوْبَةً مُّتَعَمِّدًا فَاِنَّ مَنْ تَرَكَ الصَّلٰوةَ مَكْتُوْبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللّٰهِ وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَاِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ وَاِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَاِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللّٰهِ وَاِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَاِنْ هَلَكَ النَّاسُ وَاِذَا اَصَابَ النَّاسَ مَوْتَانُ وَاَنْتَ فِيْهِمْ فَاثْبُتْ وَاَنْفِقْ عَلٰى عِيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ اَدَبًا وَاَخِفْهُمْ فِى اللّٰهِ ـ

"হযরত মুয়ায রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল স. আমাকে দশটি বিষয় সম্পর্কে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন, হে মুয়ায (১) যদি তোমাকে হত্যা করা কিংবা পুড়িয়ে ফেলাও হয় তবু তুমি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না। (২) আর তোমার পিতা-মাতা যদি তোমাকে তোমার পরিবার-পরিজন ধন-সম্পদ থেকে তাড়িয়েও দেয় তবু তাদের অবাধ্য হবে না। (৩) ইচ্ছাকৃতভাবে কিছুতেই তুমি ফরজ নামায ত্যাগ করবে না, কেননা স্বেচ্ছায় যে ফরজ নামায ত্যাগ করে তার ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কোনো দায়িত্ব থাকে না। (৪) কিছুতেই তুমি শরাব পান করবে না ; কেননা শরাব হলো সমস্ত অশ্লীল কাজের মূল। (৫) আর তুমি সব রকমের পাপ কাজ থেকে নিজেকে দূরে রাখবে, কেননা পাপ কাজের কারণে আল্লাহর গযব অবতীর্ণ হয়। (৬) চরম কাটাকাটির মুহূর্তেও তুমি জিহাদের ময়দান পরিত্যাগ করবে না। (৭) আর তুমি যেখানে অবস্থান করছো, সেখানে যদি মহামারী দেখা দেয়, তাহলে তুমি সেখানেই অবস্থান করবে। (৮) তুমি তোমার সাধ্যমত পরিবার-পরিজনের প্রয়োজনে খরচ করবে। (৯) সন্তান-সন্ততিকে আদব শিখাতে তাদের উপর লাঠি সরাবে না। (১০) পরিবারের লোকজনকে সর্বদা আল্লাহর ব্যাপারে ভয়ভীতি প্রদর্শন করবে।–মুসনাদে আহমদ

মাতা-পিতা অমুসলমান হলেও তাঁদের সাথে ভাল ব্যবহার করতে হবে

মাতা-পিতার সাথে সকল অবস্থায় ভাল ব্যবহার করা সন্তানের কর্তব্য। এমনকি, পিতা-মাতা অমুসলমান হলেও তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে হবে। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ। অতএব তা মানা ওয়াজিব। এরশাদ হয়েছে ঃ

www.pathagar.com

وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰٓى اَنْ تُشْرِكَ بِىْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا ط وَّاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَىَّ ج ثُمَّ اِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ○ لقمن : ١٥

"তোমার পিতা-মাতা যদি তোমাকে পীড়াপীড়ি করে আমার (আল্লাহর) সমকক্ষ দাঁড় করাতে যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তুমি তাদের কথা মেনো না, তবে পৃথিবীতে তাদের সাথে সদভাবে বসবাস করবে এবং যে বিশুদ্ধচিত্তে আমার অভিমুখী হয়েছে, তার পথ অবলম্বন করো, অতপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট এবং তোমরা যা করতে সে বিষয়ে আমি তোমাদের অবহিত করবো।"–সূরা লুকমান ঃ ১৫

উপরোক্ত আয়াত নাযিলের শানেনুযূল সম্পর্কে সাহাবী সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রা. বলেন ঃ আমার সম্পর্কেই এ আয়াত নাযিল হয়। আমি আমার মায়ের সাথে ভাল ব্যবহার করতাম। আমি ইসলাম গ্রহণের পর আমার মা বললেন, হে সা'দ ! তুমি নতুন জিনিস (দীন) বের করেছো। তোমাকে এটা অবশ্যই পরিত্যাগ করতে হবে, তা না হলে আমি আমরণ পানাহার পরিত্যাগ করবো। তখন আমার জন্য তোমাকে ধিক্কার দেয়া হবে মাতৃহন্তা বলে। আমি বললাম, মা এমন করবেন না। আমি কোনো অবস্থায়ই আমার এ দীন পরিত্যাগ করবো না। একথা শুনে তিনি এক দিন ও এক রাত না খেয়ে থাকলেন এবং আমাকে ফিরানোর চেষ্টা করতে লাগলেন। তিনি আরো এক দিন এক রাত এরূপ চেষ্টা অব্যাহত রাখলেন। আমি তা দেখে বললাম, মা জেনে রাখুন, আপনার যদি একশোটি প্রাণ থাকতো এবং একটি একটি করে তা আপনার দেহ থেকে বের হতো তবু আমি কোনোক্রমেই আমার এ দীন পরিত্যাগ করতাম না। আপনার ইচ্ছা হলে খান, না হলে না খান। আমার কথা শুনে তিনি অবশেষে খাবার খেলেন। এর প্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাযিল হয়।

সহীহ মুসলিম শরীফে ঘটনাটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

عَنْ طَرِيْقِ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ حَلَفَتْ اُمُّ سَعْدٍ لَا تُكَلِّمُهُ اَبَدًا حَتّٰى يَكْفُرَ بِدِيْنِهٖ، قَالَتْ زَعَمْتَ اَنَّ اللّٰهَ اَوْصَاكَ بِوَالِدَيْكَ فَاَنَا اُمُّكَ وَاَنَا اٰمُرُكَ بِهٰذَا فَنَزَلَتْ وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ۔

www.pathagar.com

"মুসআব বিন সা'দ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন ঃ সাদের মা হলফ করে বলেন, তিনি তাঁর দীন পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত তাঁর সাথে কখনো কথা বলবেন না। তিনি (সা'দের মা) বললেন, তুমি জান আল্লাহ তোমার মাতা-পিতার সাথে ভাল ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন, আর আমি তোমার মা, আমি তোমাকে এ দীন ত্যাগ করার হুকুম করি। তখন এ আয়াত নাযিল হয়—"আমি (আল্লাহ) মানুষদের মাতাপিতার সাথে ভালো ব্যবহার করার জন্য নির্দেশ দিচ্ছি।"–মুসলিম শরীফ

অন্য একটি হাদীস ঃ

عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرِ الصِّدِّيْقِ قَالَتْ قَدِمَتْ عَلَىَّ اُمِّىْ وَهِىَ مُشْرِكَةٌ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاسْتَفْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ قُلْتُ اِنَّ اُمِّىْ قَدِمَتْ وَهِىَ رَاغِبَةٌ اَفَاَصِلُ اُمِّىْ قَالَ نَعَمْ ، صِلِىْ اُمَّكِ ، قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ كَمَا فِىْ رِوَايَةِ الْبُخَارِىْ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهَا : لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا اِلَيْهِمْ ط اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ○

"হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা.-এর কন্যা হযরত আসমা রা. বললেন ঃ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যামানায় মুশরিক অবস্থায় আমার মা আমার কাছে আসেন। রাসূলুল্লাহ স.-এর নিকট এ ব্যাপারে ফতওয়া চেয়ে আরজ করলাম, আমার মা আমার নিকট এসেছেন। তিনি আমার ভাল ব্যবহার পেতে আগ্রহী। আমি কি তার সাথে ভাল ব্যবহার করবো ? রাসূলুল্লাহ স. বললেন, হ্যাঁ তোমার মায়ের সাথে তুমি ভাল ব্যবহার কর।"–বুখারী মুসলিম, আবু দাউদ, বায়হাকী

ইবনে উ'য়াইনা বলেন, এর প্রেক্ষিতেই নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয় ঃ

لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ ط اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ○

"দীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়নি এবং তোমাদের স্বদেশ থেকে বহিষ্কার করেনি তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও

www.pathagar.com

ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না। আল্লাহ তো ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালবাসেন।"–সূরা মুমতাহিনা ঃ ৮

উপরোক্ত হাদীসসমূহ থেকে সুস্পষ্ট হলো যে, পিতা-মাতার খেদমত করা সন্তানের অবশ্য কর্তব্য। এমন কি, পিতা-মাতা যদি বিধর্মীও হয় তবু যথারীতি তাদের খেদমত করতে হবে। তবে এক্ষেত্রে শর্ত এই যে, দীনের ব্যাপারে দীনের বিপরীত কোনো কথা বললে তা শোনা যাবে না, অথবা দীনের বিরুদ্ধে পিতা-মাতা জিহাদে অংশগ্রহণ করলে তখন তাঁদের বিরুদ্ধে লড়াই করা যাবে অথবা দীনের কারণে পিতা-মাতা যদি সন্তানকে হিজরত করতে বাধ্য করে তখন সন্তান তাঁদের প্রতি সদ্ব্যবহার করতে বাধ্য নয়। এগুলো হলো চরম বা ব্যতিক্রমী অবস্থা। অন্যথায় স্বাভাবিক অবস্থায় পিতা-মাতার অনুগত থাকা, তাঁদের খেদমত করা, তাঁদের প্রতি উত্তম ব্যবহার করা সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

জিহাদে যেতেও পিতা-মাতার অনুমতি প্রয়োজন

মাতা-পিতার হক সন্তানের ওপর এত বেশী যে, তাদের অনুমতি ছাড়া জিহাদের মত গুরুত্বপূর্ণ দীনী দায়িত্ব পালনও জায়েয নয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. বলেন ঃ

جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاسْتَاْذَنَهُ فِى الْجِهَادِ فَقَالَ : اَحَىٌّ وَالِدَاكَ ؟

قَالَ نَعَمْ ، قَالَ : فَفِيْهِمَا فَجَاهِدْ - بخارى، كتاب الجهاد

"এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ স.-এর নিকট এসে জিহাদে যাওয়ার অনুমতি চাইলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার পিতা-মাতা জীবিত আছেন কিনা ? লোকটি বললো, জি, বেঁচে আছেন। তখন রাসূলুল্লাহ স. বললেন, তাহলে তুমি তাঁদের খেদমতে যথারীতি নিয়োজিত থাক, এটাই তোমার জিহাদ।"

অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, হাজেমা নামক এক সাহাবী বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ স.-এর নিকট জিহাদের শরীক হওয়া সম্পর্কে পরামর্শ করার জন্য উপস্থিত হলে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, اَلَكَ وَالِدَةٌ তোমার মা কি জীবিত আছেন ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন রাসূলে করীম স. বললেন ঃ

اِذْهَبْ فَاكْرِمْهَا فَاِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا - نسائى، مسند احمد

www.pathagar.com

"তুমি ফিরে যাও এবং মায়ের সম্মান রক্ষা ও খেদমতে আত্মনিয়োগ কর। কারণ তাঁর দু'পায়ের তলায়ই তোমার জান্নাত।"

একদা রাসূলুল্লাহ স. মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী এক স্থানে এক গাছের ছায়ায় বসেছিলেন সাহাবাদের সাথে। অকস্মাৎ সেখানে এক দুর্ধর্ষ বেদুঈন উপস্থিত হয়ে বললো ঃ

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اُحِبُّ اَنْ اَكُوْنَ مَعَكَ وَاَجِدُ لِىْ قُوَّةً وَاُحِبُّ اَنْ اُقَاتِلَ الْعَدُوَّ مَعَكَ وَاُقْتَلُ بَيْنَ يَدَيْكَ۔

"হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার সাথে জিহাদে যেতে চাই, আমার মধ্যে শক্তিও আছে, আপনার সাথে থেকে দুশমনের মুকাবিলা করতে আমি ভালোবাসি এবং আপনার সামনে নিহত হতে আমি পসন্দ করি।"

একথা শুনে রাসূলুল্লাহ স. তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার বাবা-মার মধ্যে কেউ কি জীবিত আছেন? লোকটি বললো, হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ স. তাকে বললেন ঃ

فَانْطَلِقْ فَاَلْحِقْ بِهِمَا وَبِرَّهُمَا وَاشْكُرْ لِلّٰهِ وَلَهُمَا ۔

"তাহলে তুমি ফিরে যাও, পিতা-মাতার সাথে মিলিত হও এবং তাদের জন্য কল্যাণকর কাজ করো আর আল্লাহ এবং বাবা-মার শোকর আদায় কর।"

একথা শুনে লোকটি বললো ঃ আমি তো যুদ্ধ করার শক্তি রাখি এবং শত্রুর সাথে লড়াই করতে ভালোবাসি। তখন রাসূলুল্লাহ স. তাকে পুনরায় নির্দেশ দিলেন ঃ

اِنْطَلِقْ فَاَلْحِقْ بِهِمَا ۔

"যাও তোমার বাবা-মায়ের সাথে গিয়ে বসবাস কর।"

অন্য একটি হাদীসে ঃ

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَجُلاً مِنْ اَهْلِ الْيَمَنِ هَاجَرَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ هَلْ لَكَ اَحَدٌ بِالْيَمَنِ ؟ قَالَ اَبَوَايَ، قَالَ اَذِنَا لَكَ ، قَالَ لاَ، قَالَ فَارْجِعْ اِلَيْهِمَا فَاسْتَاْذِنْهُمَا فَاِنْ اَذِنَا لَكَ فَجَاهِدْ وَاِلاَّ فَبِرَّهُمَا ۔

www.pathagar.com

"হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। জনৈক ইয়েমেনবাসী হিজরত করে রাসূলুল্লাহ স.-এর খেদমতে হাযির হলে রাসূলুল্লাহ স. তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ ইয়েমেনে তোমার কেউ আছে কি ? সে বললো, আমার মা-বাবা আছেন। রাসূলুল্লাহ স. প্রশ্ন করলেন, তারা কি তোমাকে (এখানে আসার) অনুমতি দিয়েছেন ? সে বললো না। রাসূলুল্লাহ স. বললেন, তাদের কাছে ফিরে গিয়ে অনুমতি নাও তারা যদি অনুমতি দেন তবে তুমি ফিরে এসে জিহাদ কর, নতুবা তাদের খেদমত কর।"–আবু দাউদ, ইবনে হিব্বান।

হাফেয ইবনে হাজার বুখারীর ভাষ্য ফাতহুল বারীতে উল্লেখ করেছেন যে, অধিকাংশ আলেমের মতে, মাতা-পিতার মধ্যে যে কোনো একজনও যদি তার সন্তানকে জিহাদে যেতে বারণ করেন তবে তার জন্য জিহাদ হারাম। কারণ মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করা তার জন্য 'ফরযে আইন' আর জিহাদ করা 'ফরযে কিফায়া'। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে জিহাদ করা 'ফরযে আইন' হয়ে যায়। তখন মাতা-পিতার অনুমতি ছাড়াও জিহাদ করা শুধু বৈধ নয়, অবশ্য কর্তব্য। মুসলিমের ভাষ্যে আবু মুহাম্মদ ইবনে আবদুস সালাম উল্লেখ করেছেন, মাতা-পিতার অনুমতি ছাড়া জিহাদ করা হারাম, যেহেতু শাহাদতবরণ কিংবা গুরুতর আহত বা অঙ্গহানির ফলে মাতা-পিতার কষ্ট হবার সম্ভাবনা, সেক্ষেত্রে সন্তানের খেদমত থেকে মাতা-পিতা বঞ্চিত হয়।

হযরত আওযায়ী, সুফিয়ান সাওরী, মালিক, শাফেয়ী, আহমদ প্রমুখ বিশিষ্ট আলেমদের মত উল্লেখ করে আইনী র. বুখারীর ভাষ্য উমদাতুল কারীতে বলেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত খুব বেশী প্রয়োজন না হয় এবং দুশমনের শক্তি প্রবলতর না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত মাতা-পিতার অনুমতি ছাড়া জিহাদে বের হবে না। তবে অবস্থা গুরুতর হয়ে পড়লে এবং দুশমনের শক্তি প্রবলতর হয়ে পড়লে জিহাদ করা 'ফরযে আইন' বলে গণ্য হবে। তখন জিহাদে যাওয়ার জন্য সন্তানের জন্য তার মাতা-পিতা কিংবা গোলামের জন্য তার মনিবের অনুমতি লাভের প্রয়োজন নেই। তখন নিজের জীবন ও ঈমান-আকীদা সংরক্ষণের জন্য জিহাদে শরীক হওয়া অপরিহার্য বিবেচিত হয়।

অন্য আর একটি হাদীস ঃ

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ السُّلَمِيِّ اَنَّ جَاهِمَةَ جَاءَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

www.pathagar.com

فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَدْتُ اَنْ اَغْزُوَ وَقَدْ جِئْتُ اَسْتَشِيْرُكَ، فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ اُمٍّ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَالْزَمْهَا فَاِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا ـ

"হযরত মুয়াবিয়া বিন জাহামা সুলাইমী রা. হতে বর্ণিত। জাহামা রাসূলুল্লাহ স.-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি জিহাদ করার ইচ্ছা পোষণ করেছি, তাই আপনার সাথে পরামর্শ করতে এসেছি। তখন রাসূলুল্লাহ স. বললেন ঃ তোমার কি মা আছেন ? সে বললো, হ্যাঁ, তখন রাসূলুল্লাহ স. বললেন, তারই সেবা কর, কারণ তার পায়ের নীচে তোমার জান্নাত।"–আহমদ, নাসাঈ, ইবনে মাযাহ, হাকীম।

উক্ত হাদীসটি ইবনে মাজাহ মুয়াবিয়া ইবনে জাহামা রা. হতে নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ كُنْتُ اَرَدْتُ الْجِهَادَ مَعَكَ اَبْتَغِيْ وَجْهَ اللّٰهِ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ قَالَ وَيْحَكَ اَحَيَّةٌ اُمُّكَ قُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَارْجِعْ فَبِرَّهَا ثُمَّ اَتَيْتُهُ مِنَ الْجَانِبِ الْاٰخَرِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ كُنْتُ اَرَدْتُ الْجِهَادَ مَعَكَ اَبْتَغِيْ بِذٰلِكَ وَجْهَ اللّٰهِ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ قَالَ وَيْحَكَ اَحَيَّةٌ اُمُّكَ قُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَارْجِعْ فَبِرَّهَا ثُمَّ اَتَيْتُهُ مِنْ اَمَامِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ كُنْتُ اَرَدْتُ الْجِهَادَ مَعَكَ اَبْتَغِيْ بِذٰلِكَ وَجْهَ اللّٰهِ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ قَالَ وَيْحَكَ اَحَيَّةٌ اُمُّكَ قُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَيْحَكَ اَلْزَمْ رِجْلَهَا فَثَمَّ الْجَنَّةُ ـ

"হযরত মুয়াবিয়া বিন জাহামা সুলাইমী হতে বর্ণিত, মুয়াবিয়া ইবনে জাহামাহ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ স.-এর নিকট এসে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আল্লাহকে সন্তুষ্ট ও পরকালের কল্যাণের জন্য আপনার সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করার মনস্থ করেছি। রসূলুল্লাহ স. বললেন, খুব ভাল। তিনি আরো বললেন, তোমার মা কি জীবিত আছেন, আমি বললাম, হ্যাঁ, (তিনি জীবিত আছেন)। তিনি বললেন, তুমি ফিরে গিয়ে তাঁর সেবা কর। অতপর আমি অন্যদিক দিয়ে ঘুরে রাসূলুল্লাহ

www.pathagar.com

স.-এর নিকট এসে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালের কল্যাণের জন্য আপনার সাথে জিহাদে শরীক হওয়ার মনস্থ করেছি। তিনি বললেন, ভাল। তোমার মা কি জীবিত আছেন ? আমি বললাম, হ্যাঁ, (তিনি জীবিত আছেন)। তিনি বললেন, তুমি ফিরে গিয়ে তাঁর সেবা কর। অতপর আমি রাসূলুল্লাহ স.-এর সামনের দিক থেকে তাঁর নিকট এসে বললাম হে আল্লাহর রাসূল ! আমি আল্লাহকে সন্তুষ্ট ও পরকালের কল্যাণের জন্য আপনার সাথে জিহাদে শরীক হওয়ার মনস্থ করেছি। তিনি বললেন, ভাল। তোমার মা কি জীবিত আছেন, আমি বললাম, হ্যাঁ, (তিনি জীবিত আছেন)। তিনি বললেন, তাঁর সেবা কর ওখানেই জান্নাত।"

উক্ত হাদীসটি তাবারানী উত্তম সনদ সহকারে বর্ননা করেছেন।

আরেকটি হাদীস ঃ

اَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ اَسْتَشِيْرُهُ فِى الْجِهَادِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلَكَ وَالِدَاكَ قُلْتُ نَعَمْ، قَالَ فَالْزِمْهُمَا فَاِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ اَرْجُلِهِمَا ـ

"হযরত মুয়াবিয়া বিন জাহামা রা. বলেন, জিহাদের ব্যাপারে পরামর্শ করার জন্য রাসূলুল্লাহ স.-এর নিকট গেলে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মাতা-পিতা জীবিত আছেন ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাঁদের সেবা কর। কারণ জান্নাত তাদের পায়ের নীচে।"

হাইশামী স্বীয় কিতাব মাজমাতে বলেছেন, হাদীসের বর্ণনাকারী সকলেই নির্ভরযোগ্য।

অন্য আর একটি হাদীস ঃ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ اَقْبَلَ اِلَى نَبِيِّ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ اَبْتَغِى الْاَجْرَ مِنَ اللّٰهِ قَالَ فَهَلْ مِنْ وَالِدَيْكَ اَحَدٌ حَىٌّ ؟ قَالَ نَعَمْ، بَلْ كِلاَهُمَا، قَالَ فَتَبْغِى الْاَجْرَ مِنَ اللّٰهِ ؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ فَارْجِعْ اِلَى وَالِدَيْكَ فَاَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا ـ

"হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আ'স রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ স.-এর খেদমতে হাযির হয়ে বললো,

www.pathagar.com

আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে সওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে আমি আপনার হাতে হিজরত ও জিহাদের বাইয়াত করব। রাসূলুল্লাহ স.বললেন, তোমার মাতা-পিতার মধ্যে কেউ কি জীবিত আছেন ? সে বললো ঃ হ্যাঁ, দু'জনই জীবিত আছেন। রাসূলুল্লাহ স. বললেন আল্লাহর নিকট হতে সওয়াব পেতে চাও ? সে বললো, জী হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ স. বললেন, তোমার মাতা-পিতার নিকট ফিরে যাও। আর তাঁদের সাথে উত্তম ব্যবহার কর।"

হাদীসটি সাঈদ ইবনে মনসুর স্বীয় সুনানে এবং ইমাম মুসলিম রহ. স্বীয় সহীহতে বর্ণনা করেছেন। ইমাম নববী মুসলিমের ভাষ্যে বলেছেন, এ হাদীসটি মাতা-পিতার খেদমত করা অনেক মর্যাদাসম্পন্ন হওয়ার দলীল। আর তা জিহাদের চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

উপরে উল্লিখিত হাদীসসমূহের দ্বারা মাতা-পিতার প্রতি সন্তানের হক বা দায়িত্ব কর্তব্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। এমনকি জিহাদ করা ফরয হওয়া সত্ত্বেও স্বাভাবিক অবস্থায় মাতা-পিতার অনুমতি ছাড়া জিহাদে শরীক হওয়াও নিষেধ। এর দ্বারা পিতা-মাতার হককে ইসলাম অধিক গুরুত্ব দিয়েছে। অবশ্য জিহাদ যখন 'ফরযে আইন' হিসাবে ফকীহগণের দ্বারা গণ্য হয়, তখনকার কথা আলাদা। কেননা ঈমান-আকীদার হিফাজত করা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

মাতা-পিতার সেবা করার সওয়াব হজ্জ ও উমরার সমতুল্য

হজ্জ ও উমরা করলে যে সওয়াব হয় মাতা-পিতার খেদমত করলেও সেরূপ সওয়াব পাওয়া যায়। এ সম্পর্কিত একটি হাদীস ঃ

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اَتٰى رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنِّىْ اَشْتَهِى الْجِهَادَ وَلَا اَقْدِرُ عَلَيْهِ قَالَ هَلْ بَقِىَ مِنْ وَالِدَيْكَ اَحَدٌ ؟ قَالَ اُمِّىْ، قَالَ فَاَقْبَلِ اللّٰهَ فِى بِرِّهَا فَاِذَا فَعَلْتَ ذٰلِكَ فَاَنْتَ حَاجٌّ وَمُعْتَمِرٌ وَمُجَاهِدٌ -

"হযরত আনাস বিন মালিক রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ স.-এর নিকট এসে বলল ঃ আমি জিহাদে যেতে আগ্রহী, কিন্তু আমার জিহাদ করার মত ক্ষমতা নেই। রাসূলুল্লাহ স. বললেন,

www.pathagar.com

তোমার মাতা-পিতার কেউ বেঁচে আছেন কি ? লোকটি বললো ঃ আমার মা আছেন। রাসূলুল্লাহ স. বললেন, তার সাথে ভালো ব্যবহার কর। এতেই আল্লাহ বরকত রেখেছেন। যদি তুমি তা কর তবে তুমি হাজ্জী, উমরাহকারী ও মুজাহিদের সমপর্যায়ভুক্ত হবে।"

আবু ইয়ালা হাদীসটি স্বীয় মুসনাদে এবং তাবারানী স্বীয় আওসাত ও সাগীরে বর্ণনা করেছেন। অন্য আর একটি হাদীস ঃ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الْفَضْلُ رَدِيْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ خَشْعَمَ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ اِلَيْهَا وَتَنْظُرُ اِلَيْهِ وَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ اِلَى الشِّقِّ الْاٰخَرِ، فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ فَرِيْضَةَ اللّٰهِ عَلٰى عِبَادِهِ فِى الْحَجِّ اَدْرَكَتْ اَبِىْ شَيْخًا كَبِيْرًا لاَ يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ اَفَاَحُجُّ عَنْهُ ؟ قَالَ نَعَمْ وَذٰلِكَ فِىْ حَجَّةِ الْوِدَاعِ -

"ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফযল রা. রাসূলুল্লাহ স. -এর পশ্চাতে (সওয়ারীতে উপবিষ্ট) ছিলেন। এমতাবস্থায় খাশআ'ম গোত্রের এক মহিলা এলো। ফযল তার দিকে দেখছিলেন আর ঐ মহিলা ফযলের দিকে তাকাচ্ছিল। (এটা দেখে) রাসূলুল্লাহ স. ফযলের মুখাবয়ব অন্যদিকে পরিবর্তন করে দিলেন। অতপর ঐ মহিলা বললো, আমার বৃদ্ধ পিতার ওপর হজ্জ ফরয হয়েছে। কিন্তু তিনি সওয়ারীর উপর বসে থাকতে পারেন না। সুতরাং আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে হজ্জ করব ? রাসূলুল্লাহ স. বললেন, হ্যাঁ। এটা বিদায় হজ্জের ঘটনা।"–বুখারী

আরো একটি হাদীস ঃ

وَاَخْرَجَ الْبُخَارِىُّ فِىْ صَحِيْحِهِ اَيْضًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ اِنَّ اُمِّىْ نَذَرَتْ اَنْ تَحُجَّ فَمَاتَتْ قَبْلَ اَنْ تَحُجَّ، اَفَاَحُجُّ عَنْهَا ؟ قَالَ نَعَمْ، حُجِّىْ عَنْهَا، اَرَاَيْتِ لَوْ كَانَ عَلٰى اُمِّكِ دَيْنٌ اَكُنْتِ قَاضِيْتِهَا ، قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَاقْضِى الَّذِىْ لَهُ فَاِنَّ اللّٰهَ اَحَقُّ بِالْوَفَاءِ-

www.pathagar.com

"ইমাম বুখারী র. ইবনে আব্বাস রা. হতে এরূপও বর্ণনা করেছেন যে, জুহাইনা গোত্রের এক মহিলা রাসূলুল্লাহ স.-এর কাছে এসে বললো, আমার মা হজ্জ পালনের (নযর) মানত করেছেন। কিন্তু পালন করার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেন। এখন আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে হজ্জ করব ? রাসূলুল্লাহ স.বললেন, হ্যাঁ, তার পক্ষ থেকে তুমি হজ্জ পালন কর। তোমার মায়ের উপর যদি ঋণ থাকত তবে কি তুমি তা আদায় করতে না ? ঐ মহিলা বললো, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ স. বললেন, সুতরাং আল্লাহর প্রাপ্যকে আদায় কর। প্রাপ্য আদায়ে আল্লাহ বেশী হকদার।

মাতা-পিতার খেদমত করলে গুনাহ মাফ হয়

মাতা-পিতার খেদমত করা ফরয। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে এটা ফরয করা হয়েছে। এ সম্পর্কে আল কুরআন থেকে বেশ কয়েকটি আয়াত ও বহুসংখ্যক হাদীসের উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল স.-এর এ নির্দেশ মানার মধ্যে অশেষ ফায়দা বিদ্যমান। এসব ফায়দার মধ্যে একটি হচ্ছে এর দ্বারা আল্লাহ বান্দার গুনাহ মাফ করে থাকেন। এ সম্পর্কিত কয়েকটি হাদীস নীচে উদ্ধৃত হলো ঃ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اَتَى النَّبِيَّ رَجُلٌ فَقَالَ اِنِّيْ اَذْنَبْتُ ذَنْبًا عَظِيْمًا فَهَلْ مِنْ تَوْبَةٍ ؟ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ اُمٍّ وَفِيْ رِوَايَةٍ هَلْ لَكَ وَالِدَانِ ؟ قَالَ لاَ، قَالَ فَهَلْ مِنْ خَالَةٍ ؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ فَبِرِّهَا ـ

"হযরত ইবনে উমার রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ স.-এর নিকট এসে বললো, আমি একটি বড় গুনাহ করে ফেলেছি, এর কি কোনো তাওবা আছে ? রাসূলুল্লাহ স. বললেন, তোমার কি মা আছেন ? অন্য এক বর্ণনায়, তোমার কি মাতা-পিতা আছেন ? লোকটি বললো ঃ না। রাসূলুল্লাহ স. বললেন, তোমার কি কোনো খালা আছে ? লোকটি বললো, জি হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ স. বলেন, তাঁর সাথে ভাল ব্যবহার কর (তার খেদমত কর)।–তিরমিযী, ইবনে হিব্বান, আহমাদ, হাকিম।

اَخْرَجَ النَّسَائِيْ مِنْ طَرِيْقِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَسَمِعْتُ قِرَاءَةً فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا فَقِيْلَ حَارِثَةُ بْنُ النُّعْمَانِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَذَالِكُمُ الْبِرُّ وَكَانَ بَرًّا بِاُمِّهِ ـ

www.pathagar.com

"ইমাম নাসাঈ যুহরীর বরাতে এবং যুহরী উরওয়াহ হতে এবং উরওয়াহ হযরত আয়েশা রা. হতে বর্ণনা করেছেন যে, আয়েশা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, আমি জান্নাতে প্রবেশ করে কুরআন তেলাওয়াত শুনলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম, কুরআন তেলাওয়াতকারী কে ? বলা হলো, হারিসা ইবনে নু'মান। রাসূলুল্লাহ স. বলেন, সৎলোক এ রকমই হয়, আর তিনি (হারিসা) তাঁর মাতার সেবক ছিলেন।"

হাদীসটি ইমাম আহমদ স্বীয় মুসনাদে মাইমারের বরাতে যুহরী হতে এবং যুহরী হযরত উমরা হতে তিন জায়গায় বর্ণনা করেছেন। এবং তৃতীয় বর্ণনাতে বলা হয়েছে, হারিসা তাঁর মাতার খুব বেশী খেদমত করেছেন।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَغِمَ اَنْفُهُ ثُمَّ رَغِمَ اَنْفُهُ، ثُمَّ رَغِمَ اَنْفُهُ قِيْلَ مَنْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ مَنْ اَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ اَوْ اَحَدَهُمَا ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ ـ

"হযরত আবু হুরাইরা, রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল স. বলেছেন, তার নাক ধূলায় ধূসরিত হোক। আবারও তার নাক ধূলায় ধূসরিত হোক। আবারও তার নাক ধূলায় ধূসরিত হোক (অর্থাৎ সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হোক) জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! কে সে ব্যক্তি ? রাসূলুল্লাহ স. বললেন, যে তার মাতা-পিতাকে অথবা তাঁদের একজনকে বৃদ্ধ অবস্থায় পেল অথচ (তাদের খেদমত করে) জান্নাতে যেতে পারল না।"–আহমদ ও মুসলিম

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ صَعِدَ النَّبِىُّ ﷺ الْمِنْبَرَ فَقَالَ اٰمِيْنَ، اٰمِيْنَ، اٰمِيْنَ، قَالَ اَتَانِىْ جِبْرِيْلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ مَنْ اَدْرَكَ اَحَدَ اَبَوَيْهِ فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ فَاَبْعَدَهُ اللّٰهُ، قُلْ اٰمِيْنَ فَقُلْتُ اٰمِيْنَ ـ قَالَ يَا مُحَمَّدُ مَنْ اَدْرَكَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَمَاتَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ فَاَدْخَلَ النَّارَ فَاَبْعَدَهُ اللّٰهُ، قُلْ اٰمِيْنَ، قُلْتُ اٰمِيْنَ، قَالَ وَمَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ فَاَبْعَدَهُ اللّٰهُ، قُلْ اٰمِيْنَ فَقُلْتُ اٰمِيْنَ ـ

www.pathagar.com

"হযরত জাবির বিন সামুরাহ রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ. মিম্বরে উঠার পর বললেন. আমীন, আমীন, আমীন! রাসূলুল্লাহ স.-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ আমার নিকট জিবরাঈল এসে বললেন! হে মুহাম্মদ, যে ব্যক্তি তার মাতা-পিতার কোনো একজনকে জীবিত অবস্থায় পেল, তার পর মরে গিয়ে জাহান্নামে গেল, আল্লাহ তাকে রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিন। বলুন, আমীন, তখন আমি বললাম, আমীন ! তিনি আবার বললেন ঃ হে মুহাম্মদ! যে ব্যক্তি রমযান মাস পেল আর তার গুনাহ মাফ করা হলো না এবং তাকে জাহান্নামে দেয়া হলো। আল্লাহ তাকে রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিন। বলুন আমীন! তখন আমি বললাম, আমীন! তিনি আবার বললেন, যার সম্মুখে আপনার নাম উল্লেখ করা হলো আর সে আপনার ওপর দরুদ পড়ল না এবং মরে গিয়ে জাহান্নামে গেল, আল্লাহ তাকে রহমত থেকে বঞ্চিত করুন। বলুন আমীন ! আমি বললাম, আমীন !

عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رِضَا الرَّبِّ فِى رِضَا الْوَالِدِ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِىْ سَخَطِ الْوَالِدِ ـ

"হারিসের পুত্র খালিদ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে শো'বা হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি আতা'র পুত্র ইয়া'লা হতে এবং ইয়া'লা তার পিতা হতে ও তার পিতা আবদুল্লাহ আবনে আমর ইবনু আস রা. হতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ পিতার সন্তুষ্টিতেই আল্লাহর সন্তুষ্টি আর পিতার নারাজীতেই আল্লাহর নারাজী।"–তিরমিযি

সন্তান ও তার সম্পদের উপর মাতা-পিতার হক

সন্তানের উপর যেমন তার মাতা-পিতার হক রয়েছে, সন্তানের সম্পদের উপরও তেমনি মাতা-পিতার হক বা অধিকার রয়েছে। এরশাদ হয়েছে ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ط قُلْ مَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ط ـ البقرة : ٢١٥

"লোকে কি ব্যয় করবে সে সম্পর্কে তোমাকে প্রশ্ন করে। বল, যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় করবে তা পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত এবং মুসাফিরদের জন্য।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২১৫

www.pathagar.com

সন্তানের ধন-সম্পদে পিতা-মাতার এ অধিকার কেবল সন্তানের মৃত্যুর পর মিরাস নয়. বরং তার জীবদ্দশায়ই এ অধিকার স্বীকৃত। রাসূলে করীম স. বলেছেন ঃ

وَلَدُ الرَّجُلِ مِنْ اَطْيَبِ كَسْبِهِ فَكُلُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ هَنِيًّا - مسند احمد

"সন্তান পিতার অতি উত্তম উপার্জন বিশেষ, অতএব তোমরা (পিতা-মাতা) সন্তানের ধন-সম্পদ থেকে পূর্ণ সন্তুষ্টি সহকারে পানাহার কর।"

এক ব্যক্তি রাসূল স.-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার মাল-সম্পদ রয়েছে আর সন্তান-সন্ততিও আছে। কিন্তু এমতাবস্থায় আমার বাবা আমার মাল নিতে চায়, এ সম্পর্কে আপনার কি রায় ? রাসূলে করীম স. বললেন ঃ

اَنْتَ وَمَالُكَ لِاَبِيْكَ - ابن ماجه

"তুমি আর তোমার মাল-সম্পদ সবই তোমার বাবার।"

অন্য একটি হাদীস ঃ

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ فَرَأَى اَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ جَلَدَهُ وَنَشَاطَهُ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ كَانَ هٰذَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعٰى عَلٰى وَلَدِهٖ فَهُوَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، وَاِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعٰى عَلٰى اَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيْرَيْنِ فَهُوَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، وَاِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعٰى رِيَاءً وَمُفَاخَرَةً فَهُوَ فِيْ سَبِيْلِ الشَّيْطَانِ -

"হযরত কা'ব ইবনে আজরা রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন স্বাস্থ্যবান ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ স.-এর সামনে দিয়ে চলে যেতে দেখে সাহাবাগণ বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! এ ব্যক্তি যদি আল্লাহর পথে চলত (তাহলে কত ভালো হতো।) রাসূলুল্লাহ স. বললেন. সে যদি তার অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের ভরণ-পোষণের জন্য বেরিয়ে থাকে তবে আল্লাহর পথেই বেরিয়েছে। আর যদি তার বৃদ্ধ মাতা-পিতার জন্য বেরিয়ে তাকে তাহলেও সে আল্লাহরই পথে বেরিয়েছে। আর যদি নিজস্ব রোজগারের জন্য বেরিয়ে থাকে যার দ্বারা পরের নিকট হাত পাতা থেকে বেঁচে থাকবে তাহলেও সে আল্লাহর পথেই বেরিয়েছে। আর যদি লোক দেখানোর জন্য এবং অহংকার করার জন্য বেরিয়ে থাকে তাহলে সে শয়তানের রাস্তায় বেরিয়েছে।"--তাবরানী

www.pathagar.com

আরেকটি হাদীস ঃ

اَخْرَجَ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِىْ مَالاً وَّوَلَدًا وَاَنَّ اَبِىْ يُرِيْدُ اَنْ يَّجْتَاحَ مَالِىْ قَالَ اَنْتَ وَمَالُكَ لاَبِيْكَ ـ

"ইবনে মাযাহ্ জাবির রা. হতে এই মর্মে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার সম্পদ ও সন্তানাদি আছে, আর আমার পিত আমার সম্পদ বিনষ্ট (খরচ) করতে চায়। রাসূলুল্লাহ্ স. বললেন ঃ তুমি এবং তোমার সম্পদ সবই তোমার পিতার।"–বুখারী ও মুসলিম

মাতা-পিতার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা কবীরা গুনাহ

এ পর্যন্ত যা কিছু আলোচনা করা হয়েছে তা থেকে মা-বাবার মর্যাদা কত উচ্চে এবং তাঁদের প্রতি সন্তানের দায়িত্ব-কর্তব্য কত বড় সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেয়ার প্রয়াস পেয়েছি। বাবা-মায়ের প্রতি সদ্ব্যবহার করা সন্তানের কর্তব্য। বৃদ্ধ বয়সে তাদের সেবা-যত্ন করা, তাঁদের জন্য অর্থ ব্যয় করা সন্তানের দায়িত্ব। তাদের মনে কোনোরূপ কষ্ট না দেয়া, তাঁদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ না করাও ইসলামের নির্দেশ। আজকাল অনেক ছেলেই বড় হয়ে জীবিকার্জনের ব্যবস্থা করে বাবা-মা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় অথবা বিয়ে সাদী করে বাবা-মার সাথে খারাপ ব্যবহার করে এবং প্রায় ক্ষেত্রেই আলাদাভাবে বসবাস করা পসন্দ করে। এ সম্পর্কে কুরআন মজীদে যে মূলনীতি উল্লিখিত হয়েছে তা হচ্ছে এই ঃ

فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوْٓا اَرْحَامَكُمْ ـ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَاَصَمَّهُمْ وَاَعْمٰى اَبْصَارَهُمْ ۝ـ محمد : ٢٢ـ٢٣

"ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং রেহেম (রক্ত-সম্পর্ক) ছিন্ন করবে। আল্লাহ্ এদেরকেই করেন অভিশপ্ত আর করেন বধির ও দৃষ্টি শক্তিহীন।"–সূরা মুহাম্মদ ঃ ২২-২৩

"রেহেম বা রক্ত-সম্পর্ক ছিন্নকারীদেরকে অভিশপ্ত বলে আল্লাহ্ ঘোষণা দিয়েছেন। এরূপ সম্পর্কচ্ছেদকারীগণ "বধির ও দৃষ্টি শক্তিহীন' হবে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে 'বধির' অর্থে সত্যের আওয়াজ কর্ণে প্রবেশ না করা এবং 'দৃষ্টি শক্তিহীন' অর্থে সত্য-দর্শনে অক্ষম বলে তাফসীরকারকরা উল্লেখ করেছেন। রক্ত-সম্পর্ক বলতে মা-বাবা নিসন্দেহে

www.pathagar.com

প্রথম। এছাড়াও ভাই-বোন, দাদা-দাদী, নানা-নানী, মামা, খালা, চাচা-ফুফু ইত্যাদি নিকটাত্মীয় বুঝায়। তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করা, সকল ব্যাপারে তাদের সাথে সহযোগিতা-সমমর্মিতা প্রকাশ করা এবং সম্পর্ক ছিন্ন না করার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার স্পষ্ট নির্দেশ উপরোক্ত আয়াতে রয়েছে। এর অন্যথা হলে তার যে কী শাস্তি সেটাও এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَيَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ ۙ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ ـ الرعد : ٢٥

"যারা আল্লাহর সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হবার পর তা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আল্লাহ আদেশ করেছেন, তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায় তাদের জন্য আছে লা'নত এবং মন্দ আবাস।"–সূরা আর রা'দ ঃ ২৫

এসব আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে যেসব হাদীস এসেছে তা থেকে কয়েকটি নীচে উদ্ধৃত হলো ঃ

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ ـ بخارى، مسلم

"রেহেমের সম্পর্ক কর্তনকারী কখনই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।"

عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عُقُوْقَ الْاُمَّهَاتِ وَوَاْدَ الْبَنَاتِ وَمَنْعًا وَهَاتِ وَكَرِهَ لَكُمْ قِيْلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَاِضَاعَةَ الْمَالِ ـ

"হযরত মুগীরাহ রা. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা মায়ের নাফরমানী করা এবং কন্যা সন্তানের জীবিত কবর দেয়া, হকদারের হক না দেয়া, তোমাদের ওপর হারাম করে দিয়েছেন। আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য গল্প-গুজবে লিপ্ত হওয়া, অতিরিক্ত প্রশ্ন করা এবং সম্পদ নষ্ট করা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন।"–বুখারী

عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلَا اُنَبِّئُكُمْ بِاَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلَاثًا ،

www.pathagar.com

قُلْنَا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! قَالَ الْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَقَالَ اَلَا وَقَوْلُ الزُّوْرِ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ فَمَازَالَ يُكَرِّرُهَا حَتّٰى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ۔

"হযরত আবু বকর রা. বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ আমি কি তোমাদের সবচেয়ে বড় তিনটি গুনাহ সম্পর্কে জানাবো না ? আমরা বললাম, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল ! তিনি বললেন, আল্লাহর সাথে শিরক করা। মা-বাপের নাফরমানী করা। এ সময় তিনি হেলান দেয়া অবস্থায় ছিলেন, তারপর উঠে বসলেন এবং বললেন শোন ! মিথ্যা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ দেয়া, এভাবে তিনি একাধারে বলে যাচ্ছিলেন যতক্ষণ না আমরা বললাম যে, যদি তিনি চুপ হতেন।"–বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْكَبَائِرُ اَلْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ۔

"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, কবীরা গুনাহগুলো হচ্ছে আল্লাহর সাথে শিরক করা, মাতা-পিতার নাফরমানী করা, (অন্যায়ভাবে) কোনো লোক হত্যা করা এবং মিথ্যা সাক্ষ দেয়া।"–বুখারী

فِيْ كِتَابِ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِيْ كَتَبَهُ اِلٰى اَهْلِ الْيَمَنِ وَبَعَثَ بِهِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَاِنَّ اَكْبَرَ الْكَبَائِرِ عِنْدَ اللّٰهِ اَلْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ الْمُؤْمِنِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَالْفِرَارُ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَوْمَ الزَّحْفِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَرَمْيُ الْمُحْصَنَةِ وَتَعَلُّمُ السِّحْرِ وَاَكْلُ الرِّبَا وَاَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ۔

"রাসূলুল্লাহ স. আমর বিন হাযম-এর মারফত ইয়েমেনবাসীদের কাছে যে চিঠি পাঠিয়েছিলেন তাতে লেখা ছিল, কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বড় গুনাহ হলো ঃ আল্লাহর সাথে শরীক করা, অন্যায়-ভাবে কোনো মুমিনকে হত্যা করা, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা থেকে

www.pathagar.com

পালানো, মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া, সতী নারীকে অপবাদ দেয়া, যাদু বিদ্যা শিক্ষা, সুদ খাওয়া, ইয়াতীমের সম্পদ গ্রাস করা।"

–ইবনে হিব্বান, সহীহ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثَةٌ لاَ يَنْظُرُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَلْعَقُّ لِوَالِدَيْهِ وَمُدْمِنُ خَمْرٍ وَالْمَنَّانُ عَطَاتَهُ وَثَلاَثَةٌ لاَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ اَلْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ وَالدَّيُّوْثُ وَالرَّجُلَةُ۔

"হযরত ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত। রাসূল স. বলেছেন, তিন প্রকার লোকের দিকে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন, রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না। ১. মাতা-পিতার অবাধ্য, ২. মদ-খোর ও ৩. দান করে তার খোটাদানকারী। আরো তিন প্রকারের লোক জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।(১) মাতা-পিতার অবাধ্য ব্যক্তি (২) দাউয়ুস (যে তার স্ত্রী ও পরিবারের অন্যান্যদেরকে পর্দায় রাখে না, (৩) পুরুষের বেশধারিণী মহিলা।"–হাসারী, বাজ্জার, হাকিম।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ثَلاَثَةٌ حَرَّمَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْرٍ وَالْعَاقُّ وَالدَّيُّوْثُ الَّذِىْ يُقِرُّ الْخُبْثَ فِىْ اَهْلِهٖ۔

"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা তিন প্রকার লোকের জন্য জান্নাত হারাম করেছেন, (১) মদ পানকারী, (২) মাতা-পিতার অবাধ্য (৩) দাইয়ুস– যে ব্যক্তি নিজ পরিবারের মধ্যে অশ্লীল কাজকে স্থান দিয়েছেন।"

–আহমদ, নাসাঈ, বাজ্জার হাকীম

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثَةٌ لاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُمْ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً عَاقٌّ وَمَنَّانٌ وَمُكَذِّبٌ بِقَدَرٍ۔

"আবু উমামাহ রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা তিন প্রকার লোকের তাওবা কবুল করবেন না এবং তাদের কাছ থেকে কিছু বিনিময় (অর্থাৎ কোনোভাবেই তারা নাজাত পাবে না) গ্রহণ

www.pathagar.com

করবেন না। (১) মাতা-পিতার অবাধ্য ব্যক্তি (২) দান করে খোটাদানকারী ও (৩) তাকদীরকে অস্বীকারকারী।"

হাদীসটি ইবনে আবু আসেম 'সুন্নাহ' নামক গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন এবং ইবনে আসাকিরও তা বর্ণনা করেছেন।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَهَلْ يَشْتُمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ ؟ قَالَ نَعَمْ، يَسُبُّ اَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ اَبَاهُ وَاُمَّهُ۔

"আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, কবীরা গুনাহগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় গুনাহ হলো—মাতা-পিতাকে গালি দেয়া। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল ! কী ভাবে একজন লোক তার মাতা-পিতাকে গালি দিতে পারে ? রাসূলুল্লাহ স. বললেন, হ্যা, একজন আরেকজনের পিতাকে গালি দেয়, তখন সেও ঐ লোকের পিতাকে গালি দেয় এমনিভাবে একজন অপর জনের মাকে গালি দেয়, তখন সেও ঐ লোকের মাকে গালি দেয়।"

–বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী

وَفِىْ رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِىِّ وَمُسْلِمٍ اِنَّ مِنْ اَكْبَرِ الْكَبَائِرِ اَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ ؟ قَالَ يَسُبُّ اَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ اَبَاهُ وَيَسُبُّ اُمَّهُ فَيَسُبُّ اُمَّهُ۔

"বুখারী এবং মুসলিমের রিওয়ায়াতে কবীরা গুনাহের মধ্যে সবচেয়ে বড় গুনাহ হচ্ছে মাতা-পিতাকে অভিশাপ দেয়া। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল ! কীভাবে মানুষ তার মাতা-পিতাকে অভিশাপ দেয় ? রাসূলুল্লাহ স. বললেন, অন্য লোকের পিতাকে গালি দিলে সে যেন নিজের পিতাকে গালি দেয়। তেমনিভাবে অন্যের মাকে গালি দিলে সে যেন তার মাকে গালি দিলো।"

عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْعَبْدَ لَيَمُوْتُ وَالِدَاهُ اَوْ اَحَدُهُمَا وَاَنَّهُ لَهُمَا لَعَاقٌّ، فَلَا يَزَالُ يَدْعُوْا لَهُمَا وَيَسْتَغْفِرُ لَهُمَا حَتّٰى يَكْتُبَهُ اللّٰهُ بَارًّا۔

www.pathagar.com

"আনাস রা. কর্তৃক বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, যদি কারো মা-বাবা মারা যায় এবং তাঁদের জীবিত অবস্থায় সে তাঁদের অবাধ্য থেকে থাকে (তারপর মা-বাপের মৃত্যুর পর এ অবাধ্যতা সম্পর্কে তার অনুভূতি সৃষ্টি হয়) তবে সে যেন তাঁদের জন্য সবসময় দোয়া করতে থাকে, তাঁদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে। তাহলে আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তিকে মা-বাপের হুকুম মান্যকারীরূপে গণ্য করে মা-বাপের অবাধ্যতার শাস্তি থেকে অব্যাহতি দেবেন।"–বায়হাকী

জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ স.-কে মাতা-পিতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

مَا حَقُّ الْوَالِدَيْنِ عَلٰى وَلَدِهِمَا قَالَ هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ ـ

"হে আল্লাহর রাসূল! মা-বাবার প্রতি সন্তানদের কী হক ? রাসূলুল্লাহ স. বললেন, তাঁরা তোমার জান্নাত, তাঁরা তোমার জাহান্নাম (অর্থাৎ মা-বাবার সন্তুষ্টির কারণে সন্তানের জান্নাত, তাঁদের অসন্তুষ্টির কারণে সন্তানের জাহান্নাম।)"–ইবনে মাজাহ

পিতার চেয়ে মাতার হক বেশী

উপরে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও বহু সংখ্যক হাদীসের উল্লেখ করে বাবা-মায়ের প্রতি সন্তানের হক বা দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সাধারণভাবে বাবা-মা উভয়ের প্রতিই সন্তানের দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে এবং তা যথাযথভাবে পালন করা সন্তানের উচিত। কিন্তু তুলনামূলক বিচারে মায়ের হক পিতার চেয়ে অধিক। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার সুস্পষ্ট ঘোষণা ঃ

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسٰنًا ط حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا ط وَحَمْلُهٗ وَفِصَالُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا ط حَتّٰى اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهٗ ـ

"আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার সাথে সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে গর্ভে ধারণ করে কষ্টের সাথে এবং প্রসব করে কষ্টের সাথে, তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও তার স্তন্য ছাড়াতে লাগে তিরিশ মাস, ক্রমে সে পূর্ণ শক্তি প্রাপ্ত হয়।"–সূরা আহকাফ ঃ ১৫

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় যে, আল্লাহ প্রথমে মা-বাবা উভয়ের প্রতি সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। তারপর মায়ের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করে গর্ভধারণ, সন্তান প্রসব, স্তন্যদান এবং তার শক্তি-সমর্থ হওয়া

www.pathagar.com

পর্যন্ত মাকে যে সীমাহীন কষ্ট ভোগ করে সন্তানকে লালন-পালন করতে হয় সে বিষয় উল্লেখ করে মায়ের মর্যাদা উচ্চে তুলে ধরা হয়েছে। সূরা লুকমানেও আল্লাহ অনুরূপ কথাই বলেছেন।

এরশাদ হয়েছে ঃ

حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا ط ـ الاحقاف : ١٤

"তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করে ও কষ্ট সহকারে প্রসব করে।"–সূরা আহকাফ ঃ ১৪

উপরে উদ্ধৃত বিভিন্ন আয়াতে পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তার মধ্যে পিতার চেয়ে মায়ের হক অধিক বলে কোথাও কোথাও উল্লেখ করা হয়েছে। এটা খুবই যুক্তিসঙ্গত। কারণ সন্তানকে গর্ভে ধারণ, অসহ্য কষ্টের পর তাকে প্রসব করা এবং জন্মের পর দুই বছর পর্যন্ত স্তন্যপান করানো এবং পরম আদর ও যত্নে সন্তানকে লালন-পালন করে থাকেন মা। এজন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ بُرْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ يُحَدِّثُ اَنَّهُ شَهِدَ ابْنَ عُمَرَ وَرَجُلٌ يَمَانِىٌّ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ حَمَلَ اُمَّهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ يَقُوْلُ اِنِّىْ لَهَا بَعِيْرُهَا الْمُذَلَّلُ اِنْ اُنْعِرَتْ رِكَابُهَا لَمْ اَذْعَرْ، قَالَ يَا ابْنَ عُمَرَ اَتَرَانِىْ اَنِّىْ جَزَيْتُهَا ؟ قَالَ لَا وَلَا بِزَفْرَةٍ وَاحِدَةٍ اَىْ مِنْ زَفَرَاتِ الطَّلْقِ عِنْدَ الْوِلَادَةِ ـ

"ইমাম বুখারী র. স্বীয় কিতাব – 'আল-আদাবুল মুফরাদে' আদমের বরাতে বর্ণনা করেছেন। তিনি শু'বা হতে আর শো'বা সাঈদ ইবনে আবু বুরদা রা. হতে বর্ণনা করে বলেন, আমার পিতাকে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, ইবনু ওমর রা. এক ইয়েমেনী ব্যক্তিকে কা'বা (ঘর) তাওয়াফ করতে দেখলেন এ অবস্থায় যে, তিনি তার মাকে নিজের পিঠে বহন করছেন আর বলছেন, আমি (আমার মাতার) বাধ্য উট স্বরূপ। যদিও উট তার সওয়ারীকে ফেলে পলায়ন করে কিন্তু আমি ঐ রকম করব না। অতপর ঐ ব্যক্তি বললেন ঃ হে ইবনে ওমর ! আপনি কি মনে করেন যে, আমি আমার মায়ের হক আদায় করেছি ? তদুত্তরে তিনি বললেন ঃ তোমাকে প্রসব করার সময় তাঁর দীর্ঘ এক শ্বাসকষ্টের প্রদিতানও তাঁকে দাওনি।"

এ সম্পর্কে আরো কয়েকটি হাদীস ঃ

www.pathagar.com

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَتٰى رَجُلُ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ مَا تَـاْمُرُنِىْ، قَالَ بِرَّ اُمَّكَ ثُمَّ عَادَ فَقَالَ بِرَّ اُمَّكَ ثُمَّ عَادَ فَقَالَ بِرَّ اُمَّكَ ثُمَّ عَادَ الرَّابِعَةَ فَقَالَ بِرَّ اَبَاكَ۔

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ স.-এর নিকট হাযির হয়ে বললেন, আমাকে কি কোনো কাজের আদেশ করেন ? রাসূলুল্লাহ স. বললেন, তোমার মায়ের সাথে ভাল ব্যবহার কর। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন, তোমার মায়ের সাথে ভাল ব্যবহার কর। এরপর আবার জিজ্ঞেস করলে তিনি আবারও বললেন, তোমার মায়ের সাথে ভাল ব্যবহার কর। লোকটি চতুর্থ বার জিজ্ঞেস করলে রাসূলুল্লাহ স. বলেন. তোমার বাবার সাথে ভাল ব্যাবহার কর।"–উসূলে ফিকাহ

উক্ত হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম শরীফে ভিন্ন শব্দে বর্ণিত হয়েছে। সেখানে 'আমাকে কি কোনো কাজের আদেশ করেন' এর স্থানে 'কে আমার ভাল ব্যবহার পাওয়ার অধিক হকদার' শব্দগুলো আছে। হাদীসের ভাষা এরূপ ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ اَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِىْ ؟ قَالَ اُمُّكَ، قَالَ ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ اُمُّكَ، قَالَ ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ اُمُّكَ، قَالَ ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ اَبُوكَ۔

"হযরত আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেছেন যে, একদিন জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ স.-এর দরবারে হাযির হয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমার নিকট সবচেয়ে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অধিকারী কে ? তিনি বললেন, তোমার মা। একই প্রশ্নের জবাবে রাসূলুল্লাহ স. পরপর তিনবার বলেন, তোমার মা। চতুর্থ বার অনুরূপ প্রশ্ন করলেন, তিনি জবাবে বলেন, তোমার পিতা।"

উপরে উল্লিখিত হাদীসে মা-বাবার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা হারাম বা কবীরা গুনাহ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে একটি হাদীসে বিশেষভাবে মায়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوْقَ الْاُمَّهَاتِ۔ بخارى، مسلم

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মায়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা, তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করা ও তাদের হক নষ্ট করাকে চিরদিনের জন্য হারাম করে দিয়েছেন।'–বুখারী ও মুসলিম

www.pathagar.com

উপসংহার

উপরে উদ্ধৃত আল কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও বহুসংখ্যক হাদীসের দ্বারা প্রথমে সন্তানের প্রতি মাতা-পিতার দায়িত্ব-কর্তব্য ও পরে মাতা-পিতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচনার প্রয়াস পেয়েছে। মূলত মাতা-পিতা ও সন্তানের সম্পর্ক দুনিয়াতে অত্যন্ত পবিত্র, সর্বাধিক ঘনিষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ এ সম্পর্কের সাথে দায়িত্ব কর্তব্যও জড়িত। পারস্পরিক দায়িত্ব-কর্তব্য যথাযথভাবে পালনের মাধ্যমেই পরিবার ও সমাজে শান্তি, সৌহার্দ ও শৃংখলা নির্ভরশীল। মহান আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর কুদরতী ব্যবস্থাপনায় পিতার ঔরসে মাতার গর্ভে উভয়ের ঘনিষ্ট রক্ত-সম্পর্কের মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে আমাদের আবির্ভাব। ভূমিষ্ঠ হবার পর মানব শিশু একান্ত অসহায় অবস্থায় থাকে। সে অবস্থায় মা তাকে অপত্য স্নেহে আদরে স্তন্য পান করান, পরম যত্নে দেখাশোনা, লালন পালন করেন। বাবা তাকে প্রয়োজনীয় সবকিছু ক্রয় করে দেন, লেখাপড়া, আদব-কায়দা ইত্যাদি সবকিছু শিক্ষা দেন। এভাবে স্বাবলম্বী না হওয়া পর্যন্ত মাতা-পিতা উভয়েই সন্তানের আদর যত্ন, দেখা শুনা, লালন-পালন সবকিছুই করে থাকেন। বয়স হওয়ার পর উপযুক্ত পাত্র-পাত্রী দেখে সন্তানের বিয়ে-শাদীর ব্যবস্থা করাও বাবা-মায়ের দায়িত্ব-কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত।

এ দায়িত্ব-কর্তব্য যথাযথরূপে পালনের ওপরই সন্তানের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। সন্তানের মানুষ হওয়া, অমানুষ হওয়া, ভবিষ্যৎ সুখ-শান্তি সাফল্য-অসাফল্য বহুলাংশে এ দায়িত্ব-কর্তব্য পালনের ওপরই নির্ভরশীল। তাই এটা কোনো মামুলী দায়িত্ব নয়, বলা যায়, জীবনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব এটা। কেননা, এ দায়িত্ব যথাযথরূপে পালনের ওপর শুধু সন্তানের ভবিষ্যতই নয়, মা-বাবার ভবিষ্যতও নির্ভরশীল। সন্তান যদি উত্তম চরিত্রবিশিষ্ট ভাল মানুষ হয় তাহলে মা-বাবাই সবচেয়ে আনন্দিত হন এবং বৃদ্ধ বয়সে ভাল সন্তানের উত্তম সেবা-যত্নও তাঁরা প্রতাশা করতে পারেন। আর বিপরীত অবস্থায় সন্তান ও তার মা-বাবা উভয়ের জীবনই হয় চরম অভিশপ্ত ও লাঞ্ছনা-দুর্গতিপূর্ণ।

অন্যদিকে জন্ম থেকে স্বাবলম্বী হওয়া পর্যন্ত সন্তানের লালন-পালন দেখা-শোনা ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে মা-বাবার যে সীমাহীন ত্যাগ-তিতিক্ষা ও অবদান তার কোনো প্রতিদান কোনো কিছুতেই সম্ভব নয়। তবে তার শুকরিয়া স্বরূপ তাঁদের প্রতি সর্বদা সদ্ব্যবহার করা, সদালাপ করা, তাঁদের মনে কোনোরূপ কষ্ট না দেয়া, বৃদ্ধ বয়সে তাঁদের সেবা-যত্ন সন্তানের

www.pathagar.com

একান্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য। তাই মহান আল্লাহ সন্তানের প্রতি মা-বাবার এবং মা-বাবার প্রতি সন্তানের হক বা দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে স্পষ্ট দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন। সে নির্দেশনার আলোকে আল্লাহর রাসূল স. এ দায়িত্ব-কর্তব্য যথাযথভাবে পালনের তাগিদ দিয়েছেন এবং তা পালনে ব্যর্থ হলে কী মন্দ পরিণতি হতে পারে তাও সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ ও শিক্ষা যথাযথভাবে পালনের মধ্যে সন্তান ও বাবা-মা, পরিবার, সমাজ তথা সমগ্র মানবজাতির শান্তি-কল্যাণ ও সাফল্য নির্ভরশীল। তাই এ দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করে তা যথাযথভাবে পালন, অনুসরণ করা প্রত্যেকের জন্যই অপরিহার্য। এ উপলব্ধি থেকেই এ গন্থ রচনার ঐকান্তিক প্রয়াস।

ইসলাম পূর্ণাঙ্গ দীন বা জীবনব্যবস্থা। শুধু পূর্ণাঙ্গই নয়, আল্লাহর পক্ষ থেকে একমাত্র ও নির্ভুল জীবনব্যবস্থা। জীবনেরে সকল দিক ও বিভাগ আল্লাহর নির্দেশ ও তাঁর রাসূলের শিক্ষা অনুযায়ী পরিচালনা করাই ইবাদাত এবং একমাত্র এর মাধ্যমেই ইহ ও পরকালীন জীবনের সাফল্য নির্ভরশীল। বর্তমানে এক্ষেত্রে আমাদের চরম ঔদাসীন্য ও গাফলতির কারণেই সমাজে চরম অশান্তি, অরাজকতা ও বিশৃংখলা বিরাজমান। এ দুঃসহ অবস্থার অবসান কল্পে আমাদের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ-সংস্কৃতি, শিক্ষা-সাহিত্য বিচার-সালিশ, মানবিক আচরণ-বিধি ইত্যাদি সবই আল্লাহর বিধান অনুযায়ী হওয়া প্রয়োজন। মানব রচিত বিধান পৃথিবীতে কখনো শান্তি আনতে পারে না। আল্লাহর বিধান আংশিকভাবে অনুসরণের মাধ্যমেও ঈপ্সিত শান্তি লাভ সম্ভব নয়, পূর্ণাঙ্গ ইসলাম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই ঈপ্সিত শান্তি কল্যাণ-সাফল্য অর্জন সম্ভব।

আল্লাহ আমাদের সকলকে পূর্ণাঙ্গ ইসলাম নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ ও তা প্রতিষ্ঠার কাজে আত্মনিয়োগ করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

সমাপ্ত

www.pathagar.com

আমাদের প্রকাশিত কিছু বই

- ভ্রান্তির বেড়াজালে ইসলাম
  - মুহাম্মদ কুতুব
- ইসলাম পরিচয়
  - ডঃ মোঃ হামিদুল্লাহ
- আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায়
  - মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী
- কুরআনের আলোকে মু'মিনের জীবন
  - মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী
- আল কুরআনের শৈল্পিক সৌন্দর্য
  - সাইয়েদ কুতুব
- নামাযের শিক্ষা ও তাৎপর্য
  - অধ্যক্ষ মোঃ আবদুল মজিদ
- মাতাপিতা ও সন্তানের অধিকার
  - আল্লামা ইউসুফ ইসলাহী
- ইসলামে মসজিদের ভূমিকা
  - এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম
- কুরআন হাদীসের আলোকে ইসলামী আকিদা
  - মুহাম্মদ বিন জামিল যাইনু
- খৃষ্টান ধর্মতত্ত্ব ও ইসলাম
  - আহমদ দীদাত
- ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপ
  - মাওঃ সদরুদ্দীন ইসলাহী
- মৃত্যু যবনিকার ওপারে
  - আব্বাস আলী খান
- জাতির মৌলিক সঙ্কট
  - ড. আবদুল লতিফ মাসুম
- ইহুদী চক্রান্ত
  - আবদুল খালেক
- কুরআন ও হাদীসের আলোকে মানব সৃষ্টির ক্রমবিকাশ
  - ড. মুহাম্মদ আলী আল বার
- কুরআন ও হাদীসের আলোকে সৃষ্টি ও আবিষ্কার
  - প্রফেসর মুঃ আবদুল হক
- মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলাম
  - মোঃ সিরাজুল ইসলাম

www.pathagar.com